

প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

প্রহরী



প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

সূচিপত্র

ম্যাগাজিন	-পারমিতা জানা	০২
স্বাধীন আমি	শিবাশিস দাস	০৩
আমি	অর্কপ্রভ পণ্ডা	০৫
একুশের নীরবতা	- শুভেন্দু পাল	০৫
রাত্রি ভালোবাসি	অর্কপ্রভ পণ্ডা	০৬
অরণ্য মন	- শুভেন্দু পাল	০৭
দেখিতে দিলে না প্রিয়	শঙ্কর ভূঞ্যা	০৭
জলই জীবন	- অরূপ মিশ্র	০৮
SILENT NOTIFICATION	- Ashis Panchadhyee	০৯
আমি করোনা	- মৃণাল কান্তি পাল	১০
যমের কষ্ট	- মৃণাল কান্তি পাল	১১
প্রলয়া	- বিক্রম দেবনাথ	১২
প্রেম ও পৃথিবী	- রুবী রাণী মাল	১৩
বিজ্ঞানের মুক্তি	- অতনু দাস অধিকারী	১৪
মা	- সিঞ্চিনী মাইতি	১৫
বই	- সৌরভ মাটিয়া	১৬
আমার আকাশ	-সৌরভি কর	১৭
A Great Teacher	Sourav Giri	১৮
সভ্য অসভ্য	সুতনু গিরি	১৯
খাদ্যরসিক বাঙালি	সুতনু গিরি	২০
LIFE IS NOT LIFE WITHOUT PAIN	- Saheli Maiti	২১
বিদায়ী	- সন্দীপন মাল	২২
বিংশের কলমড়ক	- সোমাশ্রী পন্ডা	২৩
Value	Sudipta Maity	২৪
প্রতিবাদী বেগ	সুদীপ্ত মাইতি	২৪
মুখোশ মানুষ	- অভিষেক মান্না	২৫
হাওয়ায় দোলে শিউলি ফুল	শঙ্কর ভূঞ্যা	২৬
মুক্তি কাব্য	শিল্পা নায়ক	২৭
ভয়ঙ্কর একুশ	- শুভেন্দু পাল	২৮
লক্ষ্মী পেঁচা	- অর্কপ্রভ পন্ডা	২৯
বিসর্জনে আগমনী	- শুভময় প্রধান	৩২
মা	ধীরাজ মিশ্র	৩৫
অনুভূতির ছোঁয়া	- অনন্যা জানা	৩৭
ভিখারীর ধন চুরি	শঙ্কর ভূঞ্যা	৩৯
আলো	-পারমিতা জানা	৪০
যদি ফিরে পেতাম সেই দিনগুলি	- সুদীপ্তা জানা	৪১
আদিম যুগে সঙ্গীত	সরোজ কুমার ঘোড়ই	৪২
আধুনিক বিজ্ঞানে সংস্কৃতের প্রভাব	ডঃ শুভময় পাহাড়ী,	৪৪
উপনিষদ ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ	অভিষেক মিশ্র	৪৭
ইলোরা এবং একটি গল্প	মৌমিতা পয়ড়া	৪৯
ফেলে আসা কটি মহামারী ও ইউরোপের চিত্রকলা	তিন্নস পন্ড্র	৫০
ক্রমিক্স		৫১
ক্যালেন্ডর		৫৫



অধ্যক্ষ মহাশয়ের কলমে

অতিমারীর আবহে আবর্তিত হয়ে প্রায় দু বৎসর অতিক্রান্ত। এর মধ্যে আমরা অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিদের হারিয়েছি। অনেক আশা ছেড়েছি। ছেড়েছি অনেক ভালোবাসার জিনিস। না পাওয়ার তালিকা অনেক দীর্ঘ। সবথেকে যেটাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি, তা হল আমাদের শিক্ষা। আমাদের ছাত্রদের ভবিষ্যত গঠনের ভিত প্রায় নড়বড়ে হয়ে গেল। এর ফল সুদুর প্রসারী। ঈশ্বর কবে ও কিভাবে তা পূরণ করবেন জানি না। শুধুমাত্র প্রার্থনা। তারা যেন এই ঘাটতি পূরণ করতে পারে। মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

করোনার জন্য পঠনপাঠনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক দিকেরও বিশেষ ক্ষতি হয়ে গেল। এতদসত্ত্বেও কিছুদিন ধরে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় বাৎসরিক ম্যাগাজীন প্রহরীর অনলাইন সংস্করণ বের করার জন্য উদ্যোগী হই। তারই ফলস্বরূপ এই প্রয়াস ক্ষুদ্র হলেও আমার মতে মহতী ফসল। প্রিয় ছাত্রছাত্রী, সম্মানীয় শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সর্বপরী তরুণ তাজা সভাপতির নেতৃত্বে কলেজ পরিচালন সমিতি বর্তমানে বিভিন্ন গঠনমূলক উদ্যোগের জন্য সদা সর্বদা সচেষ্ট। শুধু তাই নয় অতিমারীর ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে। যা প্রশংসা করার জন্য কোন শব্দই যথেষ্ট নয়।

স্বল্প সময়ে স্বল্প পরিসরে অভিনবত্বে ভরপুর এই উদ্যোগ, ভুল ত্রুটির জন্য - প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে আমি দায়ী থাকব। যাদের লেখা এখানে প্রকাশিত হল না, তাদের উদ্দেশ্যে বলব, নিরাশ না হয়ে আরও ভাল লেখার জন্য চেষ্টা করতে। মানবতার স্বরূপে আগামী দিনে আরও বৃহৎভাবে আমাদের এই পদক্ষেপ নিশ্চই নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। প্রভাত কুমার কলেজ আবার স্বমহিমায় বিরাজ করবে এই আশা রেখে সকল পক্ষকে যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা, নমস্কার ও ভালোবাসা জানাই। প্রণতি জানাই প্রতিষ্ঠাতার প্রতি এবং যাদের প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান আজ এই জায়গায় এসেছে তাদের প্রতি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

তারিখ - ২১/০৪/২০২২
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

ডঃ অমিত কুমার দে,
অধ্যক্ষ, প্রভাত কুমার কলেজ

ম্যাগাজিন

-পারমিতা জানা
তৃতীয় সেমিস্টার, ভূগোল বিভাগ

কলেজ গ্রুপে নোটিশ এলো
হবে ম্যাগাজিন,
কী লিখব বলে আমি
ভাবছি প্রতিদিন।

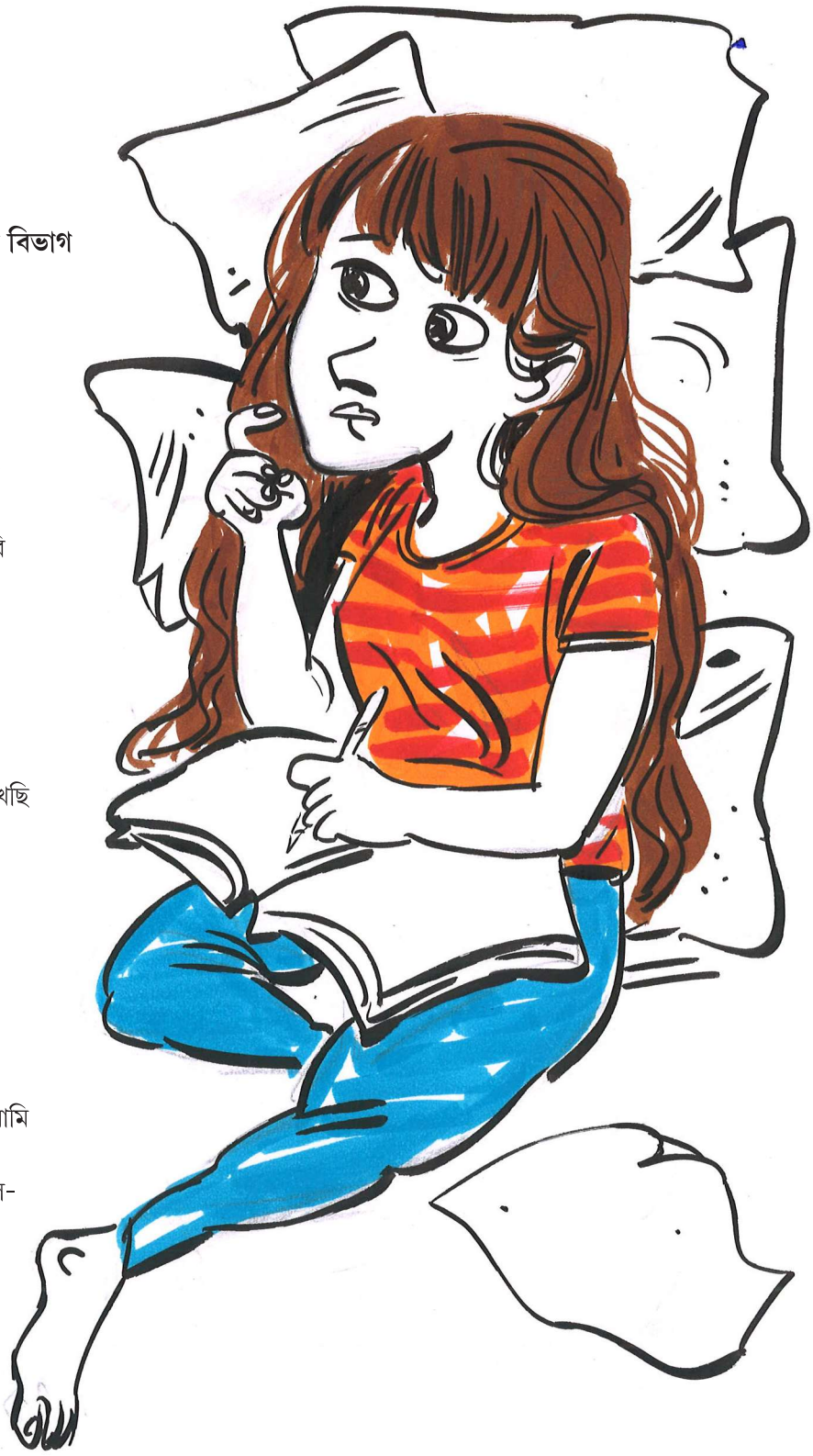
এটা লিখব ওটা লিখব
ভাবছি মনে মনে
সকাল সন্ধ্যা চিন্তা করি
একলা ঘরের কোণে।

প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম
হবে না কাজটা মন্দ,
লিখতে বসে দেখছি আমি
মিলছে না কোনো ছন্দ।

পদ্য লিখতে গিয়ে দেখছি
গদ্য লিখেছি
পদ্য লেখার ছন্দ টুকু
হারিয়ে ফেলেছি।

এখন আমি কি যে করি
পাই না আমি ভেবে,
পদ্য লেখার এত কষ্ট
কাটবে যে কবে।

অনেক ভেবে চিন্তে আমি
লিখেছি দুটি লাইন,
কলেজে কেন চালু হল-
ম্যাগাজিনের আইন ...



স্বাধীন আমি

শিবাশিস দাস
এস. এ. সি. টি. অধ্যাপক



আমার জন্ম হবে কিভাবে?
সম্মানের হবে, নাকি লাঞ্ছনা রবে?
আমি নই, সিদ্ধান্ত তুমি লবে।

হবে কোথায়?
বাড়ীতে, হাসপাতলে, নাকি রাস্তায়?
নাকি অন্ধকারে, নিমজ্জিত অবস্থায়?
আমি নই, সমাজ ঠিক করে দেয়।

জন্মাতে পারবো তো?
আমি অবাঞ্ছিত নাকি পরিকল্পিত?
আমার নয়, সিদ্ধান্ত তোমার গৃহীত।

আমার জন্মের জন্য বাবা মায়ের মিলন?
নাকি মিলনের জন্য আমার জন্ম?
আমি বেজন্মা, নাকি নতুন প্রজন্ম?
ছোট্টো আমি, সিদ্ধান্ত কি আমার কম্ম!

আমি ধনীর দুলাল, নাকি গরিবের নন্দন?
নাকি অবাঞ্ছিত, তাই গর্ভেই মরণ?
আমার ক্রন্দনে জন্ম, নাকি জন্মেই ক্রন্দন?

মায়ের অশ্রুজল, আমার জন্ম যন্ত্রণায়?
নাকি আমি জন্মেছি তাই অনীহায়?
নাকি তাও নয়, তবে কি সামাজিক লজ্জায়?

তবুও আমার দেশ স্বাধীন, আমি স্বাধীন
আমার বাল্যকালে ও কৈশোরে
কাগজের বই পড়ি, নাকি কাগজ কুড়োই?
খেলনা নিয়ে খেলি, নাকি খেলনা আমি নিজেই?
বই হাতে বিদ্যালয় নাকি বাটি হাতে দেবালয়?
সকালে কোথায় যেতে হয় আমায়?
ঠিক আমি করি না, স্বাধীন ভারত ঠিক করে দেয়।

প্লেস্কুল, কনভেন্ট, নাকি অঙ্গন ওয়াড়ী?
ইটালিয়ান পাস্তা নাকি সরকারি খিচুড়ি?
রাত কাটে কোথায়?
অট্টালিকার নরম বিছানায়,
নাকি নদীতীরে বটবৃক্ষের ছায়ায়।

মায়ের কোলে আমার আশ্রয়, নাকি মাই আমার আসায়?
ছোট্টো আমি, স্বাধীন আমি, স্বাধীনতা কোথায়?

তবুও আমার দেশ স্বাধীন, আমি স্বাধীন

আমার যৌবনে
আমার কর্ম আমি করি? নাকি চুরি করেছে অপরে?
আমার প্রাপ্য আমি পাই, নাকি সেটা ওর ঘরে?
আমার প্রেম আমার সংসারে,
নাকি অপরের ঘরে সংসার করে?

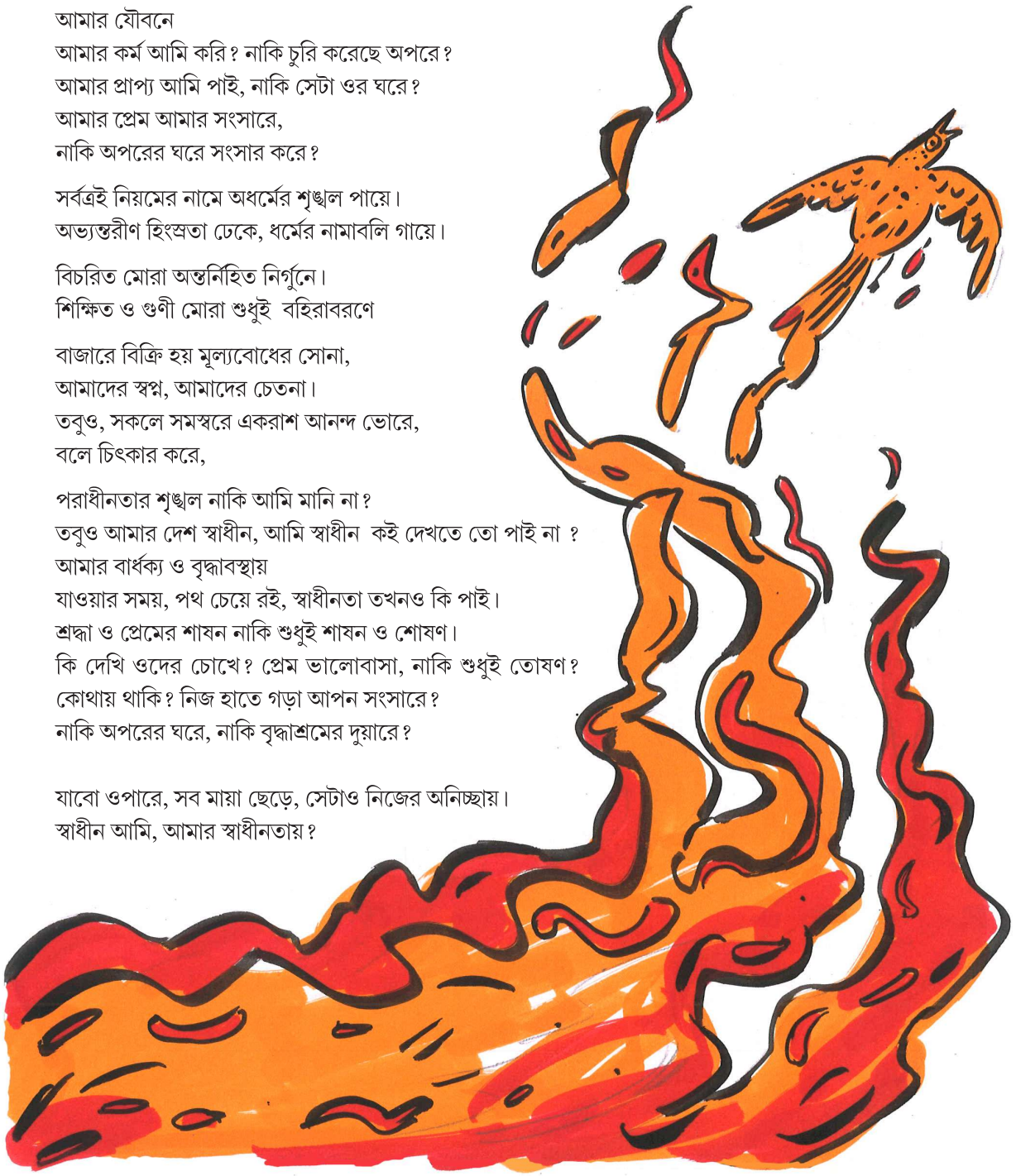
সর্বত্রই নিয়মের নামে অধর্মের শৃঙ্খল পায়ে।
অভ্যন্তরীণ হিংস্রতা ঢেকে, ধর্মের নামাবলি গায়ে।

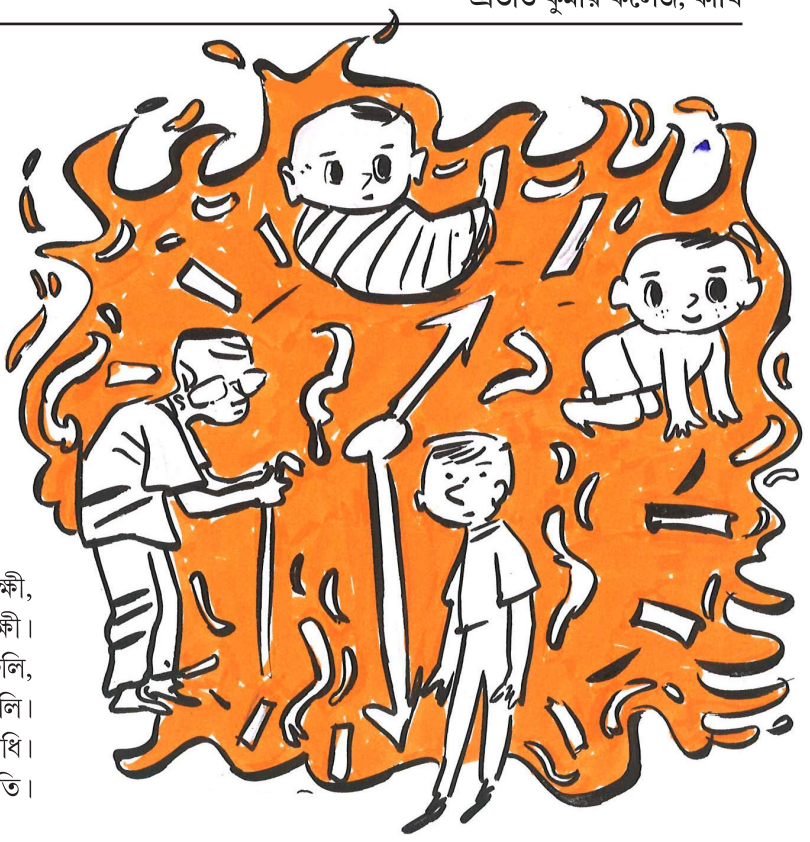
বিচরিত মোরা অন্তর্নিহিত নির্গুনে।
শিক্ষিত ও গুণী মোরা শুধুই বহিরাবরণে

বাজারে বিক্রি হয় মূল্যবোধের সোনা,
আমাদের স্বপ্ন, আমাদের চেতনা।
তবুও, সকলে সমস্বরে একরাশ আনন্দ ভোরে,
বলে চিৎকার করে,

পরাধীনতার শৃঙ্খল নাকি আমি মানি না?
তবুও আমার দেশ স্বাধীন, আমি স্বাধীন কই দেখতে তো পাই না ?
আমার বার্ধক্য ও বৃদ্ধাবস্থায়
যাওয়ার সময়, পথ চেয়ে রই, স্বাধীনতা তখনও কি পাই।
শ্রদ্ধা ও প্রেমের শাষন নাকি শুধুই শাষন ও শোষণ।
কি দেখি ওদের চোখে? প্রেম ভালোবাসা, নাকি শুধুই তোষণ?
কোথায় থাকি? নিজ হাতে গড়া আপন সংসারে?
নাকি অপরের ঘরে, নাকি বৃদ্ধাশ্রমের দুয়ারে?

যাবো ওপারে, সব মায়া ছেড়ে, সেটাও নিজের অনিচ্ছায়।
স্বাধীন আমি, আমার স্বাধীনতায়?





আমি

অর্কপ্রভ পণ্ডা
প্রথম সেমিস্টার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

আমি শান্তি, আমি প্রলয়ের শেষে দাঁড়ি;
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংসের আগুনে পুড়ি।
আমি আনন্দ, আমি দুঃখের জলে ভাসি,
আমি শুরু, আমি শেষের পথে আসি।
আমি প্রেম, আমি গান্ধারীর চোখের বাঁধন,
আমি জন্ম, আমি শিশুর প্রথম ক্রন্দন।

আমি ইতিহাস, আমি বর্তমানের সাক্ষী,
আমি সময়, আমি অতীতের দ্বাররক্ষী।
আমি নতুন, আমি পুরোনোকে মুছে ফেলি,
আমি বিবেক, আমি আবেগকে নিয়ে খেলি।
আমি ধর্ম, আমি মনুষত্ব নিয়ে জীবন বাঁধি।
আমি স্রষ্টা, আমি সৃষ্টির আনন্দে মাতি।



একুশের নীরবতা

- শুভেন্দু পাল

লাশের পাহাড়ে জীবন হয়েছে স্তব্ধ;
একুশটা ছিলো চার দেওয়ালেই বদ্ধ।।
স্কুল, কলেজ, অফিস, কাছারি;
সবকিছুই বাড়িতে এসেছে,
কুড়ি পেরিয়ে, একুশ এসেই;
মনুষ্যজাতি 'ডিপ্রেশন'এ গিয়েছে।।

জীবনের মায়ায়, রুজি রুটিতে টান ...,
বেড়েছে ভাইরাসের প্রকোপ;
মাস্কহীন কিছু আকাট মূর্খ,
দিয়ে চলেছে ভাইরাসকে টোপ।।
শিক্ষার মেরুদণ্ড গিয়েছে বেঁকে,
অর্থনীতিও একদম তলানিতে;
মানুষের এখনও হয়নি শিক্ষা,
রয়েছে সাধারণ জীবনে মেতে।।

চোখের জলে স্বজন বিদায়,
পুড়েছে কত লাশের চিতা;
একুশ আমায় শিখিয়ে গেলো
লড়াই করার সাহসিকতা।।

রাত্রি ভালোবাসি

অর্কপ্রভ পণ্ডা
প্রথম সেমিস্টার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

তুমি রাত্রি ভালোবাসো?
আমি বাসি।
চুপচাপ আঁধার ঘন রাত্রি
আমি ভালোবাসি।
তুমি চাঁদ ভালোবাসো?
আমি বাসি।

একা রাতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে
আকাশপানে চেয়ে
অপলক দৃষ্টিতে
চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে,
আমি ভালোবাসি।

তুমি জোনাকি ভালোবাসো?
আমি বাসি।
তাদের ক্ষণিকের জ্বলে ওঠা
আলো দেখতে,
আমি ভালোবাসি।

তুমি ঝিঁঝিঁর ডাক শুনতে ভালোবাসো?
আমি বাসি।
তাদের সাথে প্রতি রাতে
কথা বলতে,
আমি ভালোবাসি।

তুমি নীরবতায় বাঁচতে ভালোবাসো?
আমি বাসি
একা রাতে শব্দের সাথে ঝগড়া করে
নিরবতায় বাঁচতে,
আমি ভালোবাসি।
তুমি অন্ধকারে লুকিয়ে কাঁদতে ভালোবাসো?
আমি বাসি।

সকলের সামনে মিথ্যে হাসি
ঠোঁটে বয়ে নিয়ে গিয়ে
রাতের সামনে নিজেকে
উজাড় করে দিতে,
আমি ভালোবাসি।

তুমি রাত্রি ভালোবাসো?
আমি বাসি।



অরণ্য মন

- শুভেন্দু পাল

আদিম ভূমিগর্ভ থেকে শুনেছিলাম তোমার আহ্বান;
প্রাণের প্রথম চালিকা শক্তি, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ।।
সবুজ ছায়ায় ঘেরা রূপময়ী - নিবিড় অরণ্য,
একটু তো হাত বাড়াও প্রকৃতির জন্য।।
তরুর শাখে পাখিরা ডাকে, সকালে সূর্য ওঠে;
ফুলবাগানে ফুল-কলিরা ফুটিলে সৌরভ ছোটে।।
জাগ্রত হোক স্বাধীন মানব চেতনা -
সকলে বুঝুক প্রকৃতির এই আকুল বেদনা।।
সকলে যদি বাঁচতে চাও সুস্থ, স্বাভাবিক প্রাণে;
প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তবে বাঁচতে দাও সসম্মানে।।
প্রকৃতির এই ভয়াল তাণ্ডবে বিপর্যস্ত জীবন,
হয়েছে কতজলে সর্বহারা, আর ভেঙেছে কত ঘর-বাড়ি
আজি হতে শপথ করবো আমরা;
মাতৃস্তন পানরতা শিশুর ন্যায় শিকড় ধরিব আঁকড়ী।।
তোমার পরশে হয়েছি আমি সিক্ত;
কারণ তো একটাই -
আমি যে তোমার অন্ধ ভক্ত।।

দেখিতে দিলে না প্রিয়

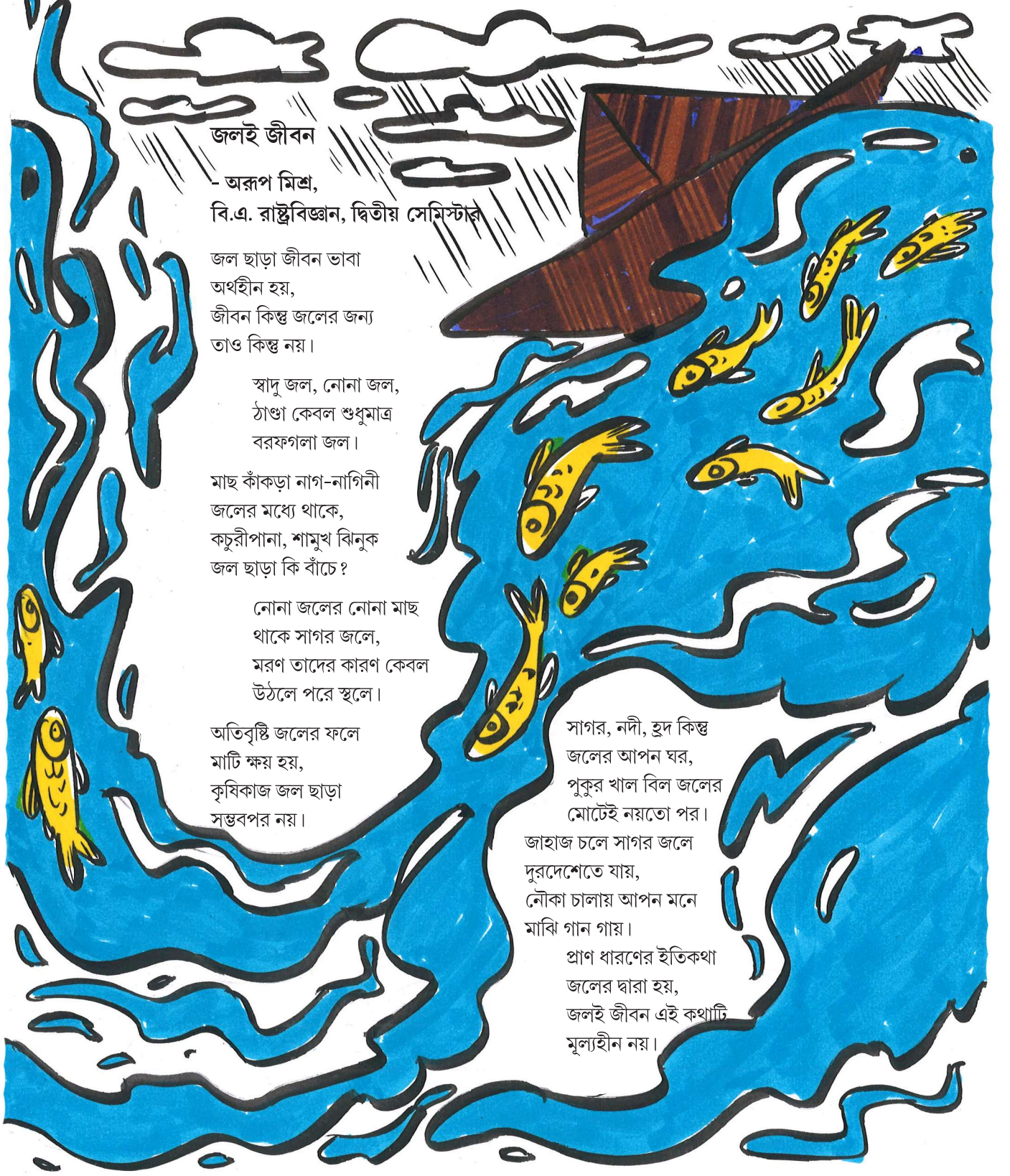
শঙ্কর ভূঞ্যা
বিভাগ- বাংলা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে
তৃতীয় সেমিস্টার



দেখিতে দিলে না প্রিয়
তোমার আঁখি ভরা জল,
দেখালে আমায় সুদূরের মরীচিকা
সোনা রোদে করে ঝলমল।।

আনিলে গাঁথিয়া ফুলের মালা
দিলে না দেখিতে কাঁটার জ্বালা,
কণ্ঠে তোমার সুরের আগুন
যেন এসেছে আবার ফুলের ফাগুন।।

বিদায়ের ক্ষণ আসিলো যখন
পিয়াসী হৃদয় কাঁপে তখন,
সহসা অশ্রু নামে দুই চোখে
আর কি দেখিতে পাবোনা তোমাকে?



জলই জীবন

- অরূপ মিশ্র,
বি.এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দ্বিতীয় সেমিস্টার

জল ছাড়া জীবন ভাবা
অর্থহীন হয়,
জীবন কিন্তু জলের জন্য
তাও কিন্তু নয়।

স্বাদু জল, নোনা জল,
ঠাণ্ডা কেবল শুধুমাত্র
বরফগলা জল।

মাছ কাঁকড়া নাগ-নাগিনী
জলের মধ্যে থাকে,
কচুরীপানা, শামুখ ঝিনুক
জল ছাড়া কি বাঁচে?

নোনা জলের নোনা মাছ
থাকে সাগর জলে,
মরণ তাদের কারণ কেবল
উঠলে পরে স্থলে।

অতিবৃষ্টি জলের ফলে
মাটি ক্ষয় হয়,
কৃষিকাজ জল ছাড়া
সম্ভবপর নয়।

সাগর, নদী, হ্রদ কিন্তু
জলের আপন ঘর,
পুকুর খাল বিল জলের
মোটেই নয়তো পর।

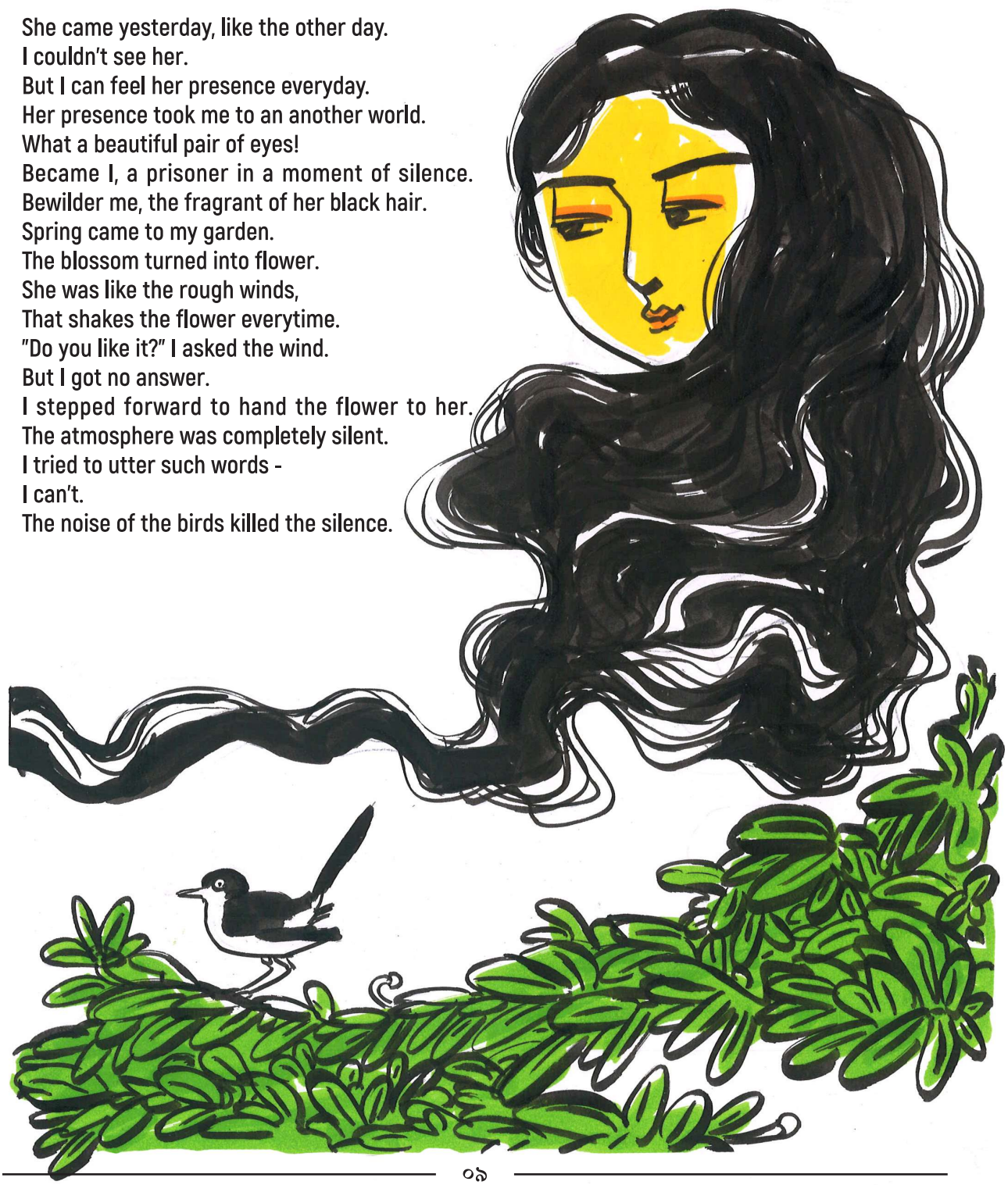
জাহাজ চলে সাগর জলে
দুরদেশেতে যায়,
নৌকা চালায় আপন মনে
মাঝি গান গায়।

প্রাণ ধারণের ইতিকথা
জলের দ্বারা হয়,
জলই জীবন এই কথাটি
মূল্যহীন নয়।

SILENT NOTIFICATION

- Ashis Panchadhyee

She came yesterday, like the other day.
I couldn't see her.
But I can feel her presence everyday.
Her presence took me to an another world.
What a beautiful pair of eyes!
Became I, a prisoner in a moment of silence.
Bewilder me, the fragrant of her black hair.
Spring came to my garden.
The blossom turned into flower.
She was like the rough winds,
That shakes the flower everytime.
"Do you like it?" I asked the wind.
But I got no answer.
I stepped forward to hand the flower to her.
The atmosphere was completely silent.
I tried to utter such words -
I can't.
The noise of the birds killed the silence.



আমি করোনা

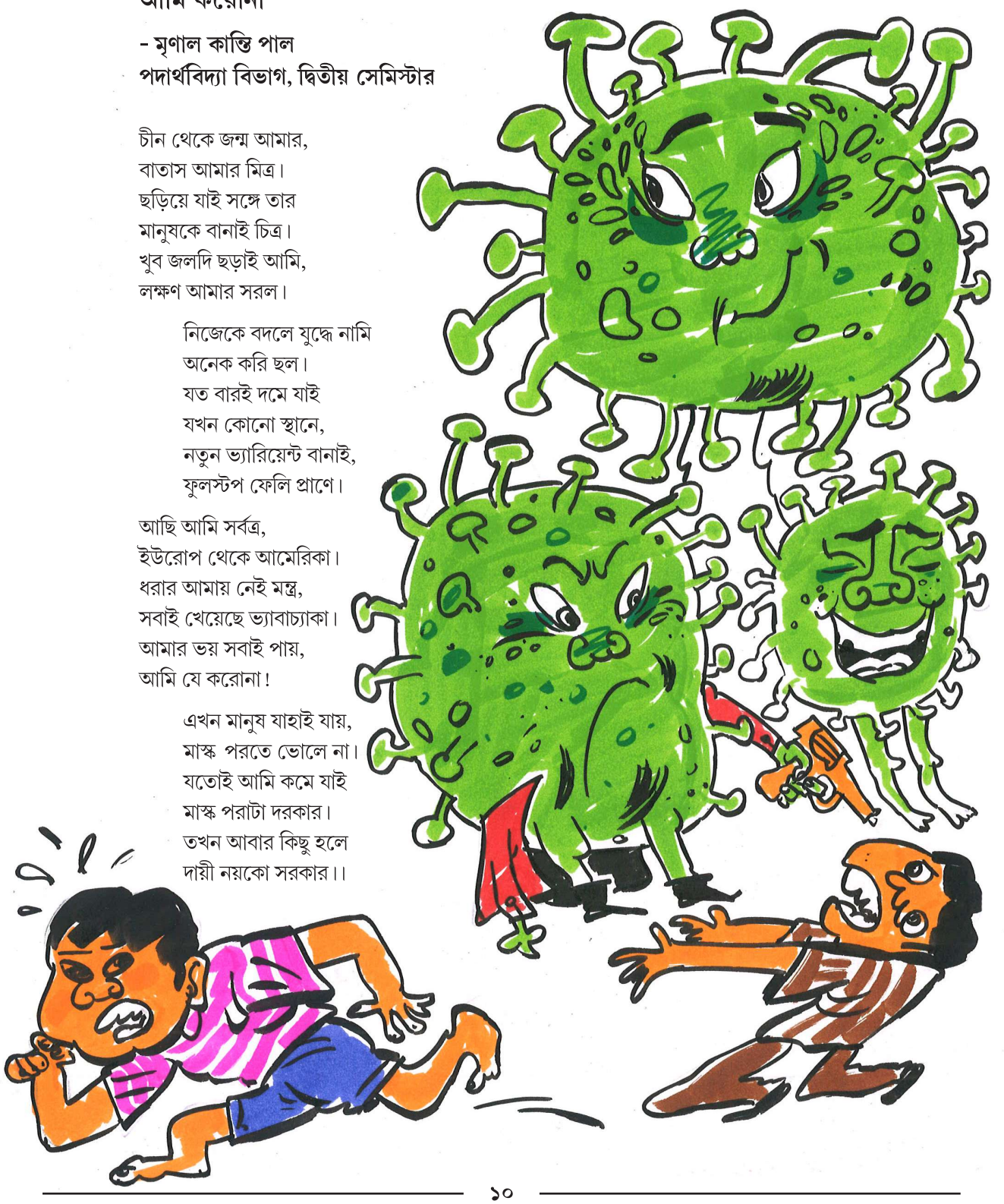
- মৃণাল কান্তি পাল
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

চীন থেকে জন্ম আমার,
বাতাস আমার মিত্র।
ছড়িয়ে যাই সঙ্গে তার
মানুষকে বানাই চিত্র।
খুব জলদি ছড়াই আমি,
লক্ষণ আমার সরল।

নিজেকে বদলে যুদ্ধে নামি
অনেক করি ছল।
যত বারই দমে যাই
যখন কোনো স্থানে,
নতুন ভ্যারিয়েন্ট বানাই,
ফুলস্টপ ফেলি প্রাণে।

আছি আমি সর্বত্র,
ইউরোপ থেকে আমেরিকা।
ধরার আমায় নেই মন্ত্র,
সবাই খেয়েছে ভ্যাবাচ্যাকা।
আমার ভয় সবাই পায়,
আমি যে করোনা!

এখন মানুষ যাহাই যায়,
মাস্ক পরতে ভোলে না।
যতোই আমি কমে যাই
মাস্ক পরাটা দরকার।
তখন আবার কিছু হলে
দায়ী নয়কো সরকার।।



যমের কষ্ট

(করোনা মহামারী চলাকালীন যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের কথোপকথন)

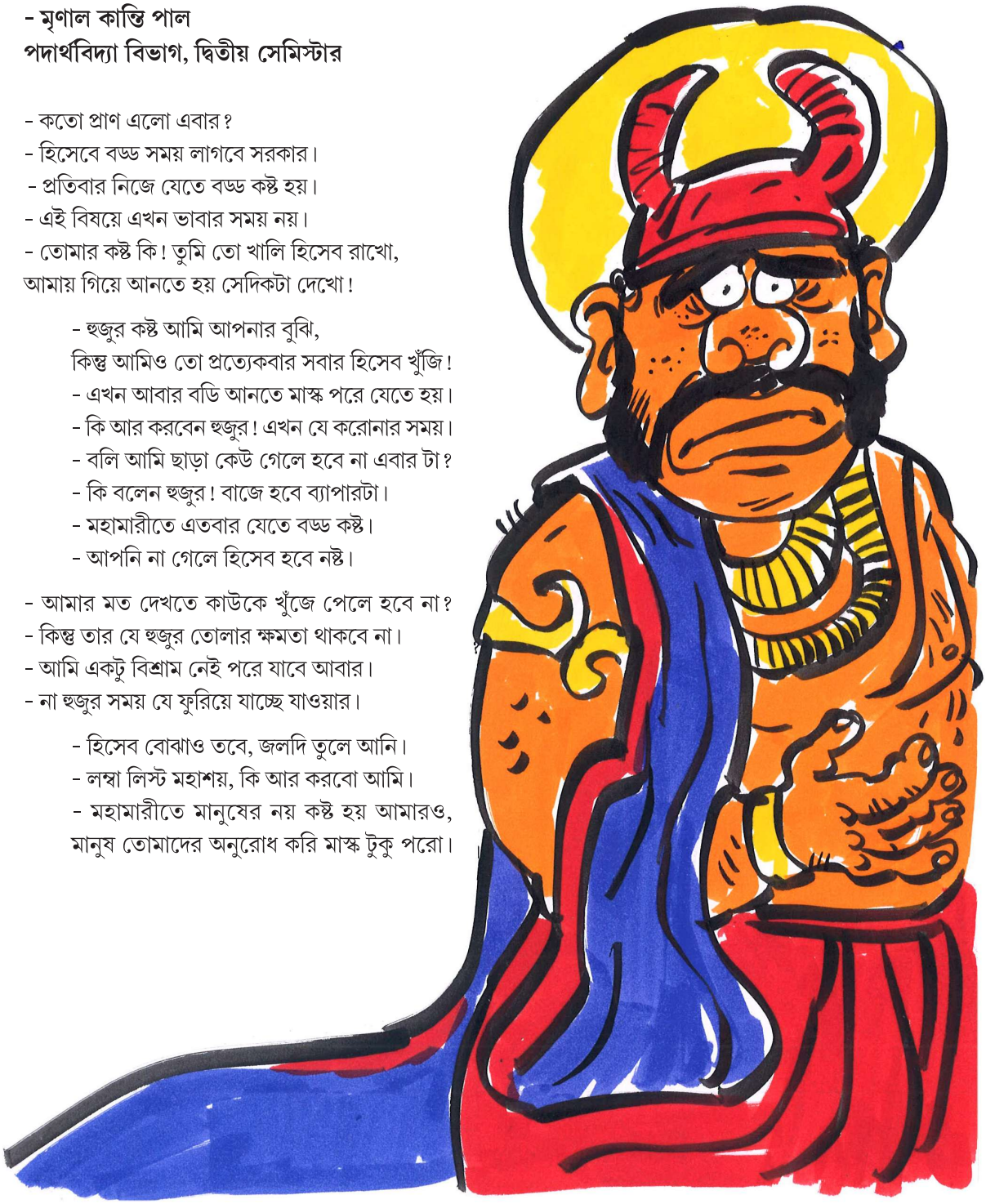
- মৃণাল কান্তি পাল
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

- কতো প্রাণ এলো এবার?
- হিসেবে বড্ড সময় লাগবে সরকার।
- প্রতিবার নিজে যেতে বড্ড কষ্ট হয়।
- এই বিষয়ে এখন ভাবার সময় নয়।
- তোমার কষ্ট কি! তুমি তো খালি হিসেব রাখো,
আমায় গিয়ে আনতে হয় সেদিকটা দেখো!

- হুজুর কষ্ট আমি আপনার বুঝি,
কিন্তু আমিও তো প্রত্যেকবার সবার হিসেব খুঁজি!
- এখন আবার বডি আনতে মাস্ক পরে যেতে হয়।
- কি আর করবেন হুজুর! এখন যে করোনার সময়।
- বলি আমি ছাড়া কেউ গেলে হবে না এবার টা?
- কি বলেন হুজুর! বাজে হবে ব্যাপারটা।
- মহামারীতে এতবার যেতে বড্ড কষ্ট।
- আপনি না গেলে হিসেব হবে নষ্ট।

- আমার মত দেখতে কাউকে খুঁজে পেলে হবে না?
- কিন্তু তার যে হুজুর তোলার ক্ষমতা থাকবে না।
- আমি একটু বিশ্রাম নেই পরে যাবে আবার।
- না হুজুর সময় যে ফুরিয়ে যাচ্ছে যাওয়ার।

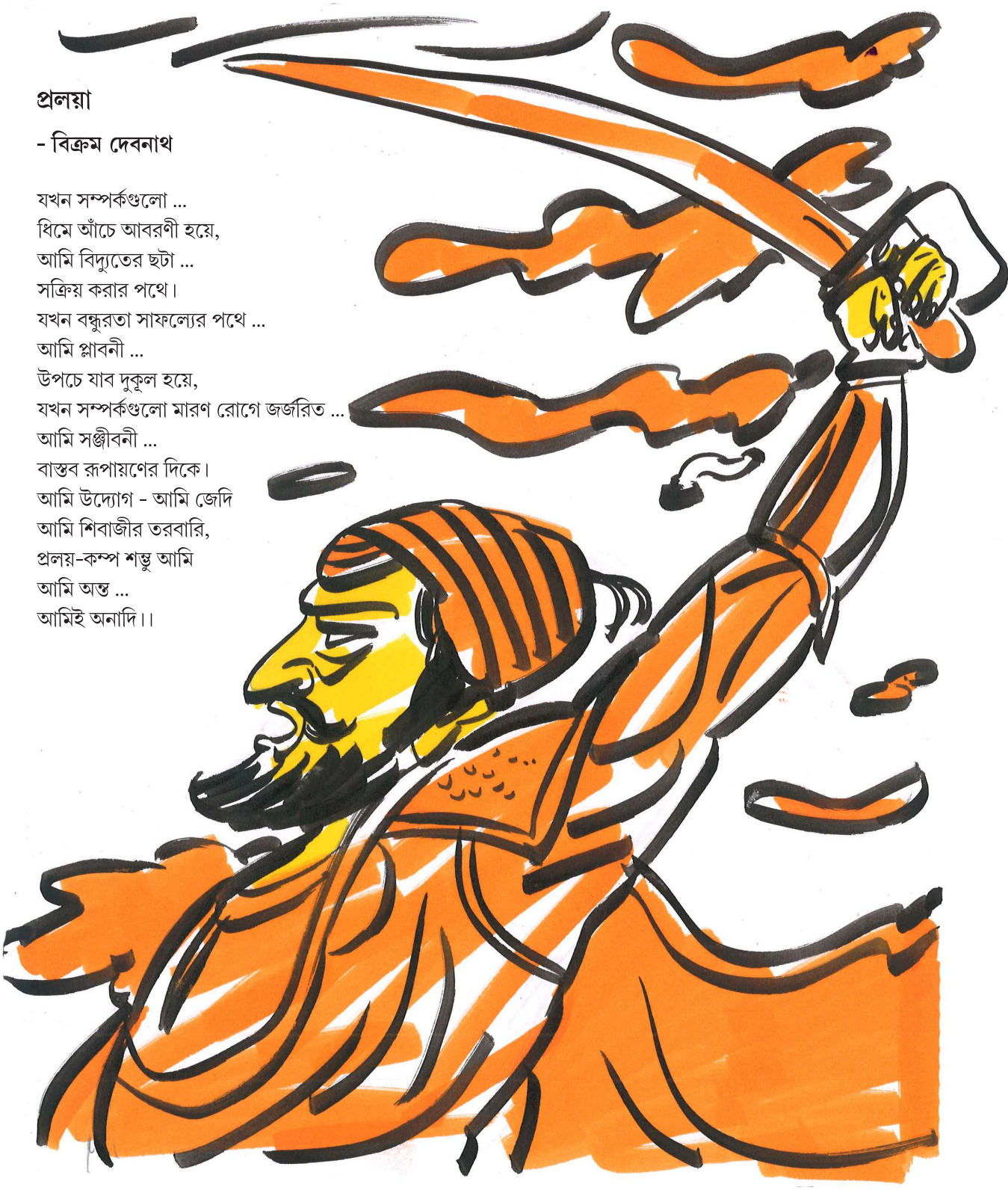
- হিসেব বোঝাও তবে, জলদি তুলে আনি।
- লম্বা লিস্ট মহাশয়, কি আর করবো আমি।
- মহামারীতে মানুষের নয় কষ্ট হয় আমারও,
মানুষ তোমাদের অনুরোধ করি মাস্ক টুকু পরো।



প্রলয়া

- বিক্রম দেবনাথ

যখন সম্পর্কগুলো ...
ধিমে আঁচে আবরণী হয়ে,
আমি বিদ্যুতের ছটা ...
সক্রিয় করার পথে।
যখন বন্ধুরতা সাফল্যের পথে ...
আমি প্লাবনী ...
উপচে যাব দুকূল হয়ে,
যখন সম্পর্কগুলো মারণ রোগে জর্জরিত ...
আমি সঞ্জীবনী ...
বাস্তব রূপায়ণের দিকে।
আমি উদ্যোগ - আমি জেদি
আমি শিবাজীর তরবারি,
প্রলয়-কম্প শম্ভু আমি
আমি অন্ত ...
আমিই অনাদি।।



প্রেম ও পৃথিবী

- রুবী রাণী মাল
প্রথম সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ



এতো দিনে বুঝলাম -
জীবনের সব লেনদেন
শুধু অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়ে গেলে
ভালোবাসা প্রেমের অন্ধ গলিপথ ধরে
বিষন্নতায় মিলায়।

না জেনেও নীরব মৃত্যু
ডেকে আনে চোখের বিস্মৃত আলয়ে
বাকি থাকে কিছু
ধার বাকি
না হলে ক্ষণিকের
বাঁধা লাশ পড়ে থাকে ফাঁকি
দিয়ে পৃথিবীর পরমায়ু পথে।

ক্ষয়িষ্ণু দেহটাকে আদর করার জন্য
কয়েকটা শকুন ছুটে আসে।
যদিও তো তারা আজ নেই কোনোখানে
অস্তিত্বের সংগ্রামে।
আমি তুমি ছল করে
বসে থাকি লোমহর্ষক
অজানা কোনো মুহূর্তের জন্য।
বাকি সব হিসাব করে দেখে
কত বাকি পড়ে আছে জীবনের কালো অক্ষরে।
হাসি নেই কান্না ব্যথা জড়ানো
শীতের কাঁথার মত জড়িয়ে ওষ্ঠ আলতো কামড়
দিতে পারে প্যারাসিটামল।



আমি তো ক্লান্তির আঘ্রাণ মিশে একাকার হয়ে
পৃথিবীর অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
তাই ভ্যাকসিনে চুমু দিয়ে জীবাণুর দেশ থেকে
ফিরেছি ভেবে খুব নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছি।

এই ভেবে সমুদ্রের তলা থেকে মুক্তো কুড়ানোর খোঁজে
নীল জল তরঙ্গে
ভেসে উঠি।
সব পাওয়া শেষ
না পাওয়ার রাজ্যে কেটে গেছে বেশ।
মনে হয় পৃথিবীর অসুখ শেষ হয়ে গেছে
শুধু প্রেম এখনও আছে বলে বেঁচে।

বিজ্ঞানের মুক্তি

- অতনু দাস অধিকারী
দ্বিতীয় সেমিস্টার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

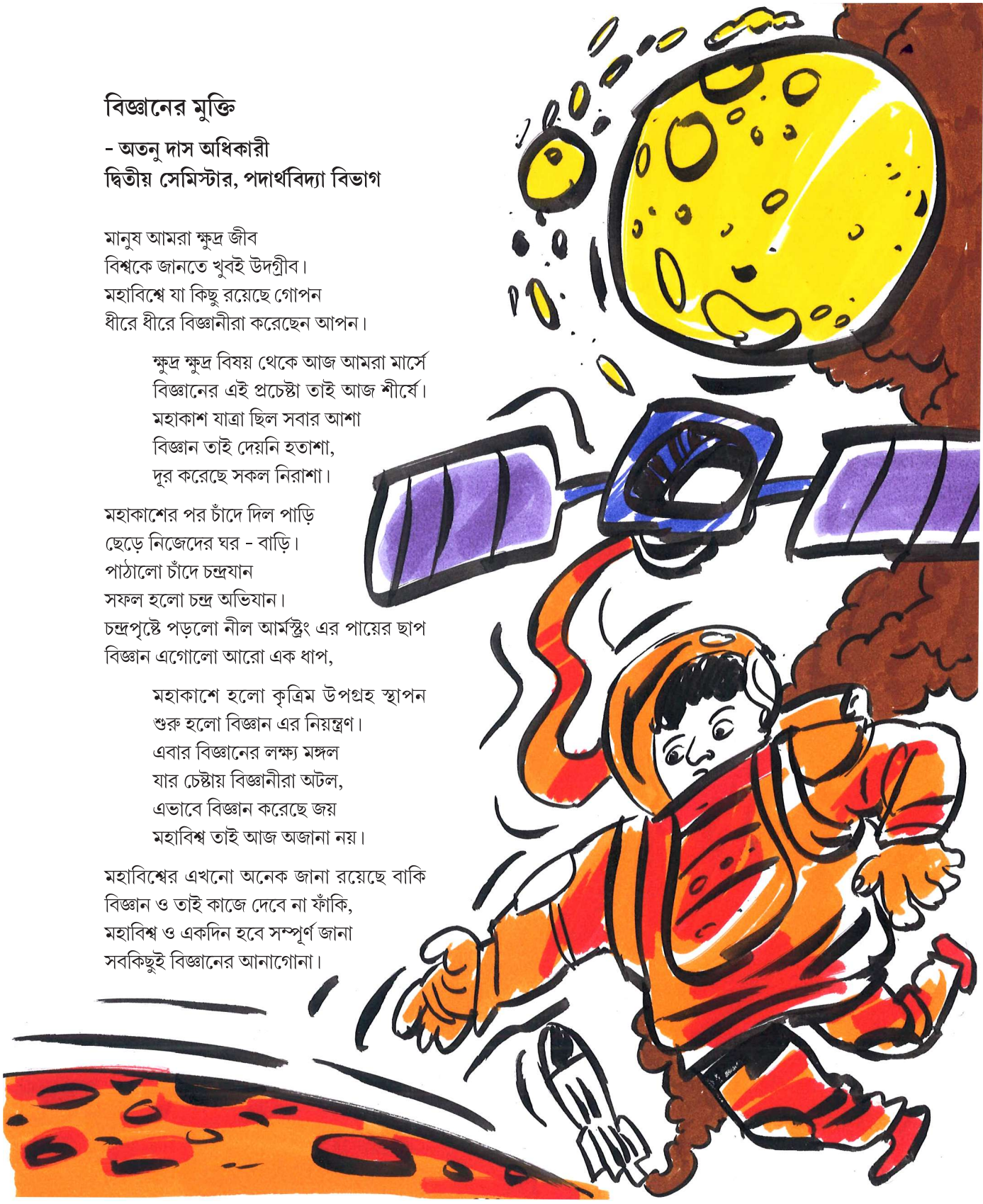
মানুষ আমরা ক্ষুদ্র জীব
বিশ্বকে জানতে খুবই উদগ্রীব।
মহাবিশ্বে যা কিছু রয়েছে গোপন
ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীরা করেছেন আপন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় থেকে আজ আমরা মার্সে
বিজ্ঞানের এই প্রচেষ্টা তাই আজ শীর্ষে।
মহাকাশ যাত্রা ছিল সবার আশা
বিজ্ঞান তাই দেয়নি হতাশা,
দূর করেছে সকল নিরাশা।

মহাকাশের পর চাঁদে দিল পাড়ি
ছেড়ে নিজেদের ঘর - বাড়ি।
পাঠালো চাঁদে চন্দ্রযান
সফল হলো চন্দ্র অভিযান।
চন্দ্রপৃষ্ঠে পড়লো নীল আর্মস্ট্রং এর পায়ের ছাপ
বিজ্ঞান এগোলো আরো এক ধাপ,

মহাকাশে হলো কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন
শুরু হলো বিজ্ঞান এর নিয়ন্ত্রণ।
এবার বিজ্ঞানের লক্ষ্য মঙ্গল
যার চেষ্টায় বিজ্ঞানীরা অটল,
এভাবে বিজ্ঞান করেছে জয়
মহাবিশ্ব তাই আজ অজানা নয়।

মহাবিশ্বের এখনো অনেক জানা রয়েছে বাকি
বিজ্ঞান ও তাই কাজে দেবে না ফাঁকি,
মহাবিশ্ব ও একদিন হবে সম্পূর্ণ জানা
সবকিছুই বিজ্ঞানের আনাগোনা।



মা

- সিঞ্চিনী মাইতি
দ্বিতীয় সেমিস্টার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ



একটি অক্ষরের ছোট্ট শব্দ
যেটা হল 'মা'
তোমাকে ছাড়া যে এ জগতে
কারুরই চলে না।

সন্তানের অসুখ হলে
তুমি আগলে রাখো তারে,
কিন্তু তোমার কিছু হলে
কেউই তা জানতে না পারে।

হাজার কষ্টের মধ্যে দিয়েও
মেটাও তুমি সব আবদার,
থেকে গেল তোমার যে কত অসম্পূর্ণ শখ আহ্লাদ
হিসেব নেই তার।

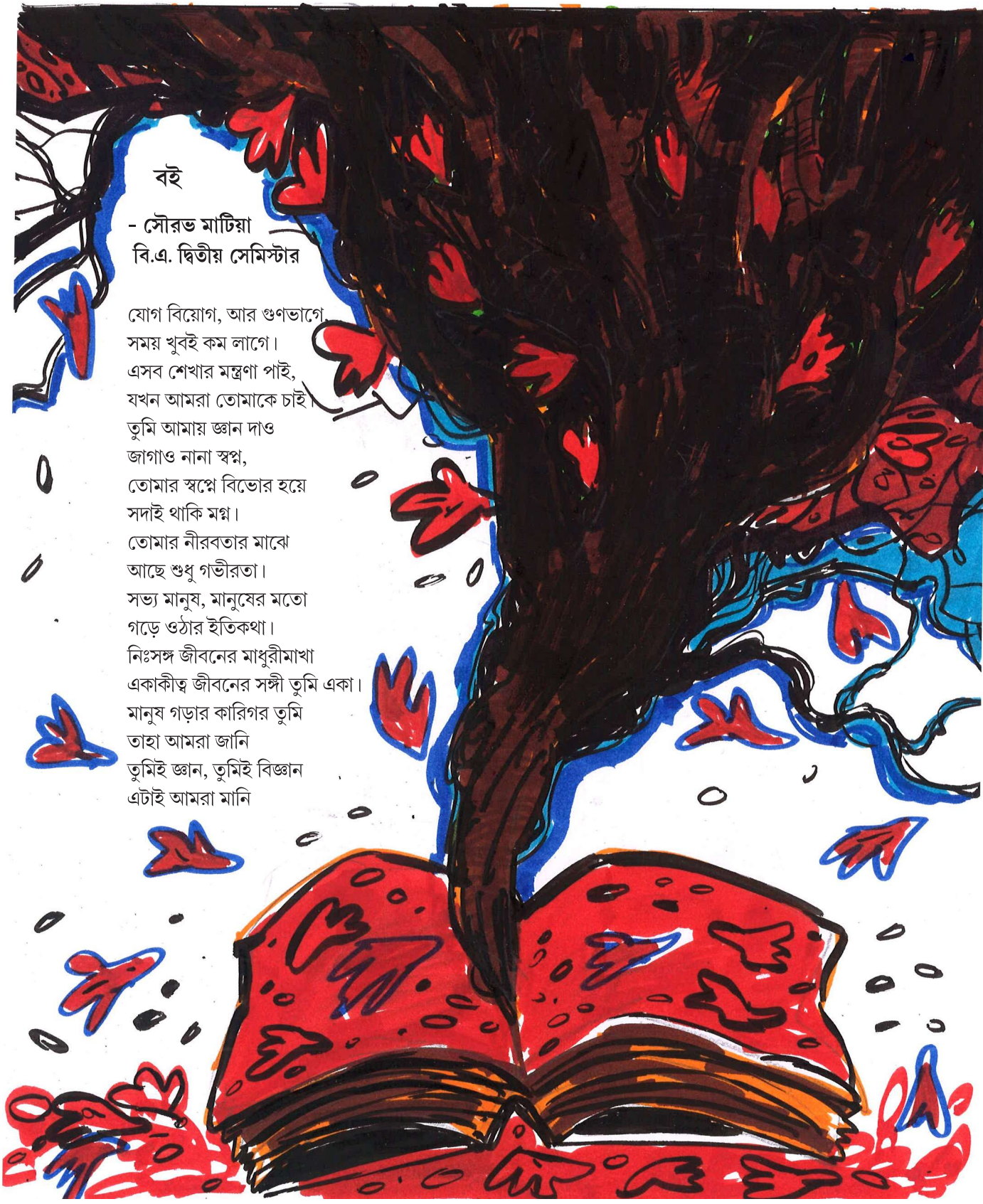
তোমার কাঁধের ওপর
সংসারের কত কাজের ভার,
তাই তো তুমি নিজের জন্য
সময় পাওনা আর।

অন্ধকার জীবনে আনো তুমি
ভালোবাসার আলো,
সারা জীবনটা এই ভাবেই
সঙ্গী হয়ে চলো।

জীবনের সঠিক দিশা দেখাও তুমি
ঠিক যেন ধ্রুবতারা,
তোমার অনুপস্থিতিতে
সবাই হবে দিশাহারা

ভালোবাসার হাতটা তুমি
আমার মাথায় রেখো,
চিরদিন এই ভাবেই
আমার পাশে থেকো।

মা গো তোমার কোলে জন্মে
ভাগ্যশালী আমি,
আমার কাছে তুমিই সেরা,
তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ জগত জননী।।



বই

- সৌরভ মাটিয়া
বি.এ. দ্বিতীয় সেমিস্টার

যোগ বিয়োগ, আর গুণভাগে,
সময় খুবই কম লাগে।
এসব শেখার মন্ত্রণা পাই,
যখন আমরা তোমাকে চাই।
তুমি আমায় জ্ঞান দাও
জাগাও নানা স্বপ্ন,
তোমার স্বপ্নে বিভোর হয়ে
সদাই থাকি মগ্ন।
তোমার নীরবতার মাঝে
আছে শুধু গভীরতা।
সভ্য মানুষ, মানুষের মতো
গড়ে ওঠার ইতিকথা।
নিঃসঙ্গ জীবনের মাধুরীমাখা
একাকীত্ব জীবনের সঙ্গী তুমি একা।
মানুষ গড়ার কারিগর তুমি
তাহা আমরা জানি
তুমিই জ্ঞান, তুমিই বিজ্ঞান
এটাই আমরা মানি



আমার আকাশ

-সৌরভি কর
বিভাগ- ইংরেজি স্নাতকোত্তর
প্রথম সেমিস্টার

ফিরব যখন দিনের শেষে
চেনা পথের ধারে,
ডাকবে না কেউ আসন পেতে
হাত দুখানি ধরে।

চিনবে না কেউ বন্ধু বলে
জীবন স্রোতের তোড়ে,
কেউ আসে না হাত বাড়াতে
সবাই যাবে সরে।

পথ চেয়ে কেউ দিন গুনছে
অনেক অনেক দূরে,
ডাকবে না কেউ প্রাণ খুলে
তাঁর সবুজ তেপান্তরে।

চাই না মিছে আশ্বাস
চাই না পথ চাওয়া
চাই যে শুধু একটুখানি
নরম হিমেল হাওয়া।

পাল তুলে যেই চলবে তরী
পাল্টে যাবে পাওয়া,
পাল্টাবে না ভোর গড়িয়ে
সন্ধ্যে হয়ে যাওয়া

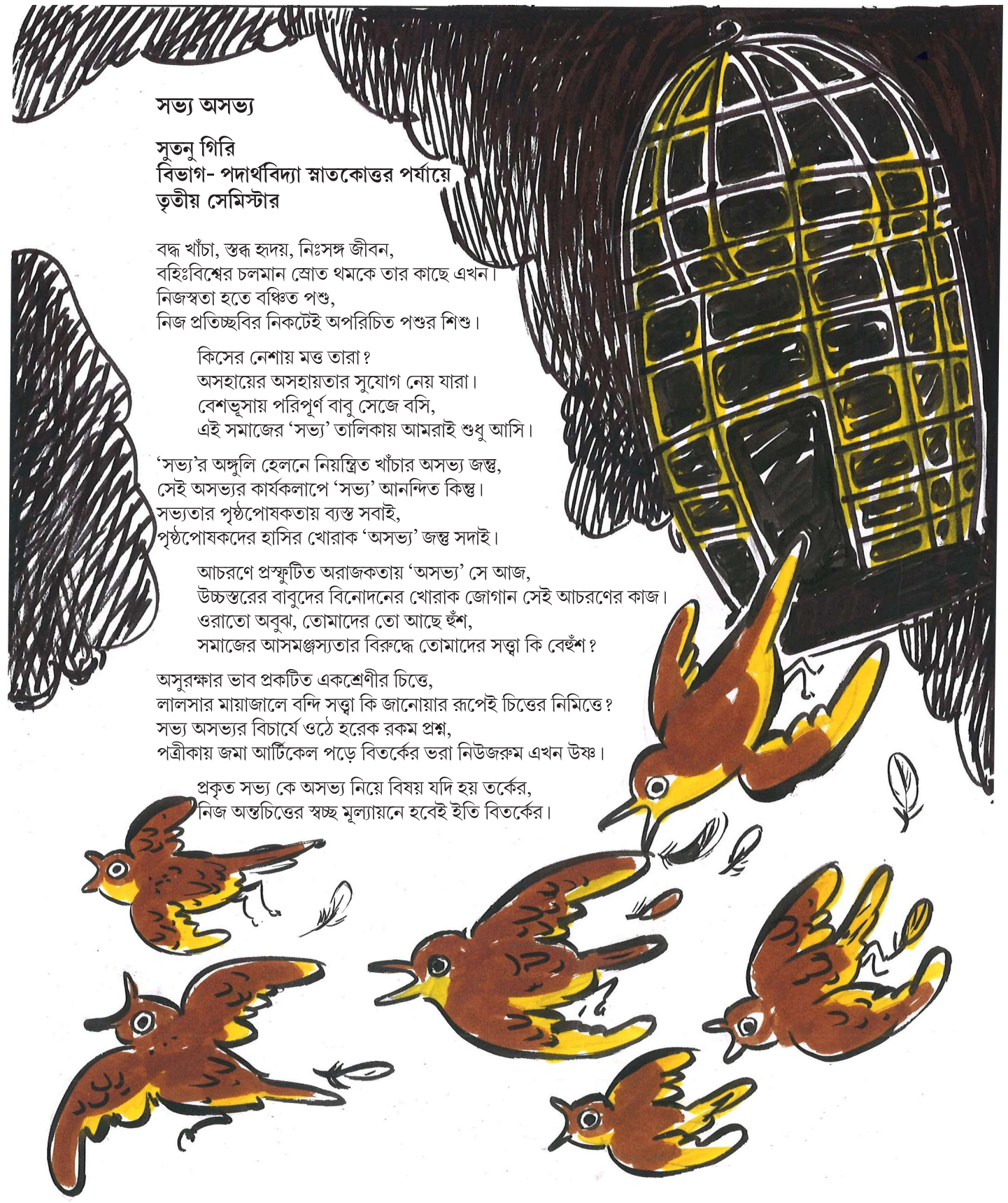
আমার আকাশ, আমার বাতাস
সবাই রবে তেমন,
তারাই হেসে করবে প্রশ্ন -
বন্ধু আছিস কেমন।

A Great Teacher

Sourav Giri

I thank you for your helping hand
For your warm and tender heart
And for the opportunity
To make a brand new start.
At first, I didn't know who is a teacher
My mind was full of fear.
Afterwards.
I was meeting with the teachers
Fearlessly
Got excited by her class.
You taught me to be confident
I could do it if I tried
And taught me to have courage
To take everything in stride.
You are such a wonderful teacher
I miss your class
I felt very sorry to transfer the other school
Your class is a golden moment to me.





সভ্য অসভ্য

সুতনু গিরি
বিভাগ- পদার্থবিদ্যা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে
তৃতীয় সেমিস্টার

বদ্ধ খাঁচা, স্তব্ধ হৃদয়, নিঃসঙ্গ জীবন,
বহিঃবিশ্বের চলমান স্রোত থমকে তার কাছে এখন।
নিজস্বতা হতে বঞ্চিত পশু,
নিজ প্রতিচ্ছবির নিকটেই অপরিচিত পশুর শিশু।

কিসের নেশায় মত্ত তারা?
অসহায়ের অসহায়তার সুযোগ নেয় যারা।
বেশভূসায় পরিপূর্ণ বাবু সেজে বসি,
এই সমাজের 'সভ্য' তালিকায় আমরাই শুধু আসি।

'সভ্য'র অঙ্গুলি হেলনে নিয়ন্ত্রিত খাঁচার অসভ্য জন্তু,
সেই অসভ্যর কার্যকলাপে 'সভ্য' আনন্দিত কিন্তু।
সভ্যতার পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যস্ত সবাই,
পৃষ্ঠপোষকদের হাসির খোরাক 'অসভ্য' জন্তু সদাই।

আচরণে প্রস্ফুটিত অরাজকতায় 'অসভ্য' সে আজ,
উচ্চস্তরের বাবুদের বিনোদনের খোরাক জোগান সেই আচরণের কাজ।
ওরাতো অবুঝ, তোমাদের তো আছে হুঁশ,
সমাজের আসমঞ্জস্যতার বিরুদ্ধে তোমাদের সত্ত্বা কি বেহুঁশ?

অসুরক্ষার ভাব প্রকটিত একশ্রেণীর চিত্তে,
লালসার মায়াজালে বন্দি সত্ত্বা কি জানোয়ার রূপেই চিত্তের নিমিত্তে?
সভ্য অসভ্যর বিচার্যে ওঠে হরেক রকম প্রশ্ন,
পত্রীকায় জমা আর্টিকেল পড়ে বিতর্কের ভরা নিউজরুম এখন উষ্ণ।

প্রকৃত সভ্য কে অসভ্য নিয়ে বিষয় যদি হয় তর্কের,
নিজ অন্তচিত্তের স্বচ্ছ মূল্যায়নে হবেই ইতি বিতর্কের।

খাদ্যরসিক বাঙালি

সুতনু গিরি
বিভাগ- পদার্থবিদ্যা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে
তৃতীয় সেমিস্টার



বারোমাসে তেরো পার্বন,
বাঙালির এই রীতি।
ভোজনক্রিয়ায় মত্ত বাঙালি,
সদাই ব্যস্ত নিয়ে তারই প্রস্তুতি।

বাড়ির পুজো, পাড়ার পুজো,
ব্যস্ত পাচক ঠাকুর।
লুচি, সুজি, ছোলার ডালের সাথে,
রয়েছে ফলমিষ্টান্ন প্রচুর।

ভোগের পোলাও স্বাদনিতে আজ,
ভক্তগণের ভিড়।
বেগুনি, পনির, আলুকষার সাথে,
রয়েছে যে সুস্বাদু ক্ষীর।

অবসরে আজ সবাই মিলে,
চড়ুইভাতির আয়োজন।
মাছ, মাংসোর হরেক পদে,
মাংসই বেশী প্রয়োজন।

মেলায় সবাই ঘুরতে যাওয়া,
আনন্দ অন্তহীন।
জিলিপি, গজা বড়ার গন্ধে,
মেলায় আসার ইচ্ছে জাগে নিত্যদিন

শীতের সকাল বড়োই মজার,
নলেন গুড়, দুধ রুটি।
নতুন নতুন পিঠে খেতে
সবাই ভালোবাসি।

ময়রাবাবু খুবই পটু,
করেন মিঠাই প্রস্তুতি।
কালোজাম, রসগোল্লা, বোদে, সীতাভোগ,
খেয়ে পাই স্বস্তি।

নিরেমিশ তাই আলুমাখা ভাত,
ডাল, সয়াবিন, কুমড়োঘন্ট।
সাথে থাক হাল্কা আচার.
সেই স্বাদের নেইকো অন্ত।

মাছে ভাতে বাঙালি,
বাজারে প্রচুর ভিড়।
রুই, কাতলা, চিংড়ি, ইলিশ,
কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে করে পারেনা যে স্থির।

খোকা এলো মামাবাড়ি,
বহুদিন পরে।
সেই খুশিতে ঠাকুমা যে,
ইলিশভাপা রান্না করে।

রাতের খাবার লোভনীয় খুব,
আছে মুরগির ডিম।
একটাতে পোষায় না খোকার,
চাই তার দুটো ডিম।

খোকা আজ বাড়ি যাবে,
সকাল সকাল রান্না প্রস্তুতি।
খাওয়া শেষে প্রণাম সেরে বাড়ির পথে খোকা,
আশীর্বাদে রইলো ঠাকুমার নারকেল নাড়ুর উপস্থিতি।

এই বাংলা প্রেমের দেশ,
সম্মান, ভালোবাসার স্বদেশ।
কবি সাহিত্যিকের ভাবের লেখা,
লেখনীর অবসরে একবাটি সন্দেশ।



LIFE IS NOT LIFE WITHOUT PAIN

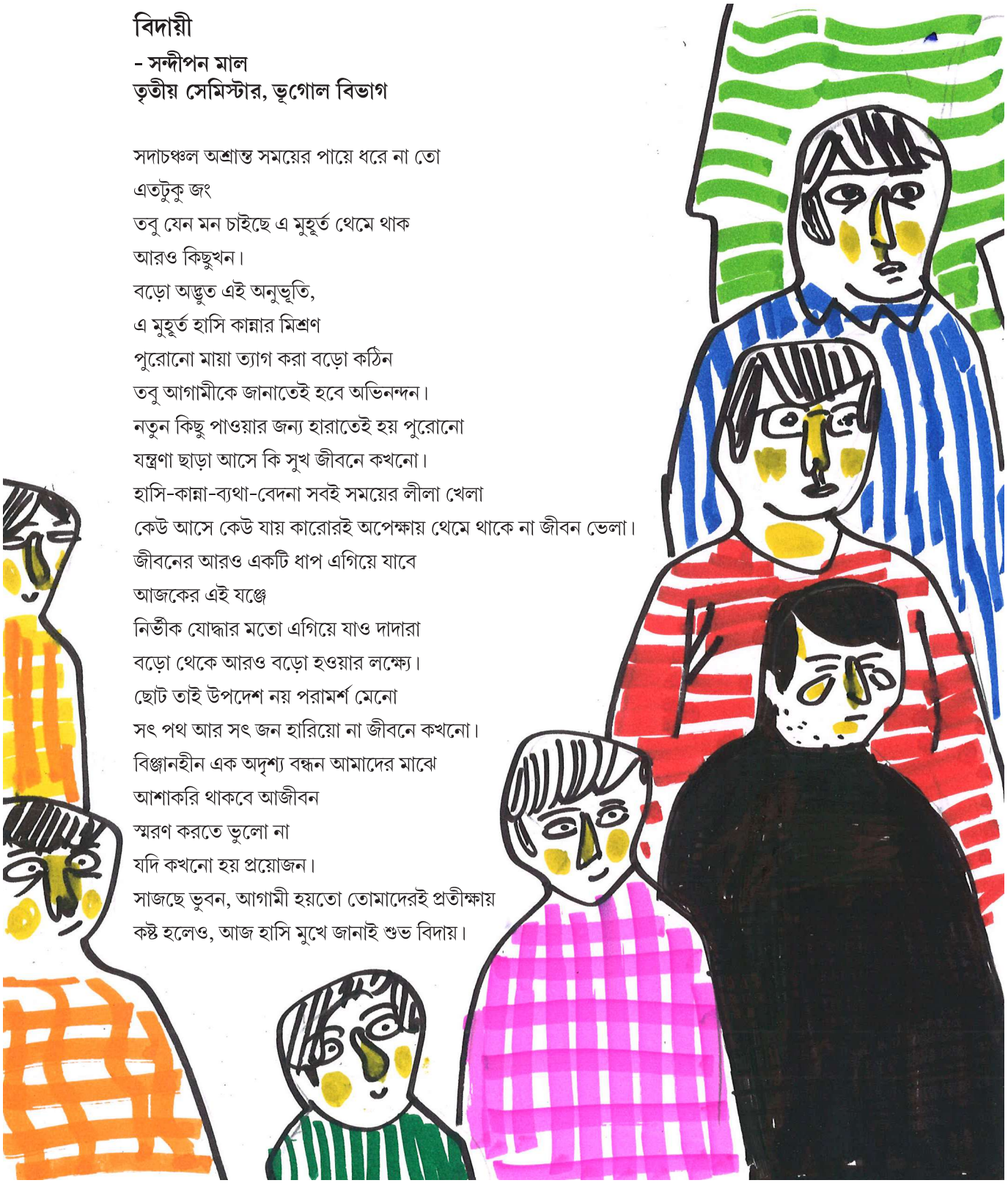
- Saheli Maiti
PG semester-1 -English Dept.

Life! Life! Life
What do you want to gain?
The whole task of life is not so peaceful without pain,
In your path, obstacles are here
But remember ,solutions are also clearly present there,
Try to aware that instead of giving up,
Say your soul, wake up, wake up,
Sometimes, you feel lonely inspite of everything,
Overcome the darkness and turn it up to lightening,
Failure is universal truth of aim,
Why are you escaping?accept it and play the game,
Comparison brings you frustration,
So contrast yourself with you not anyone,
Without complications life is not beautiful,
Open your eyes fearlessly and defeat the struggle,
Be honest and effortless in your way ,
You will be successful in the sun's ray,
When everybody i...

বিদায়ী

- সন্দীপন মাল
তৃতীয় সেমিস্টার, ভূগোল বিভাগ

সদাচঞ্চল অশ্রান্ত সময়ের পায়ে ধরে না তো
এতটুকু জং
তবু যেন মন চাইছে এ মুহূর্ত থেমে থাক
আরও কিছুখন।
বড়ো অদ্ভুত এই অনুভূতি,
এ মুহূর্ত হাসি কান্নার মিশ্রণ
পুরোনো মায়া ত্যাগ করা বড়ো কঠিন
তবু আগামীকে জানাতেই হবে অভিনন্দন।
নতুন কিছু পাওয়ার জন্য হারাতেই হয় পুরোনো
যন্ত্রণা ছাড়া আসে কি সুখ জীবনে কখনো।
হাসি-কান্না-ব্যথা-বেদনা সবই সময়ের লীলা খেলা
কেউ আসে কেউ যায় কারোরই অপেক্ষায় থেমে থাকে না জীবন ভেলা।
জীবনের আরও একটি ধাপ এগিয়ে যাবে
আজকের এই যঞ্জে
নির্ভীক যোদ্ধার মতো এগিয়ে যাও দাদারা
বড়ো থেকে আরও বড়ো হওয়ার লক্ষ্যে।
ছোট তাই উপদেশ নয় পরামর্শ মেনো
সৎ পথ আর সৎ জন হারিয়ো না জীবনে কখনো।
বিজ্ঞানহীন এক অদৃশ্য বন্ধন আমাদের মাঝে
আশাকরি থাকবে আজীবন
স্মরণ করতে ভুলো না
যদি কখনো হয় প্রয়োজন।
সাজছে ভুবন, আগামী হয়তো তোমাদেরই প্রতীক্ষায়
কষ্ট হলেও, আজ হাসি মুখে জানাই শুভ বিদায়।





বিংশের কলমড়ক

- সোমাশ্রী পন্ডা
তৃতীয় সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ

করোনা ত্রাসে কাঁপছে ধরা
মৃত্যু কেড়েছে কতনা সখা।
হাহাকার কাতর আর্তি, স্বজনহারা,
চিতায় চাইছে প্রাণভিক্ষা।

প্রকৃতি আজ ক্ষেপেছে ভীষণ
করোনা তারই প্রতিশোধ।
পাপের ঘড়া পূর্ন হয়েছে
সামনে আজ ঘোর বিপদ।

করোনা রোধে জারি কারফিউ
শ্মশানে উপচে মৃত্যুর ঢেউ।
প্রবাসী যুবক বাড়ি ফিরে আটক কোয়ারিনটিনে,
সারাদেশে দুমুঠো ভাতের অনটন, লকডাউনে।

মানুষ আজ রুদ্রাস্ত্র হাতে,
ভাইরাসের সাথে নেমেছে রণরঙ্গে।
কালজয়ী আবিস্কারে মাতে
মাস্ক, স্যানিটাইজার সঙ্গে।

শিক্ষা পেয়েছে পূর্ণ ছাড়পত্র,
মানুষ হারিয়েছে বাঁচার মূলমন্ত্র।
কত পিতা হারিয়েছে তার পুত্র
ছিন্ন হয়েছে কত সম্পর্কের যোগসূত্র।

কবে হবে অবসাদের অবসান এ তল্লাটে,
ধরবো নতুন সকাল অকপটে জাপটে।
আসুক এমন নতুন ভোর, নতুন খবর,
মিটে যাক্ সব সাদা কাফনের কবর।।



Value

Sudipta Maity
M.A. English Dept. (3rd Sem)

I was a Grass flower
How insignificant it has made me
Think yourself
As a sweet smelling gardenia
When you dry
And fall on my chest
Was there any difference then?
The witness is the flower seller
On that side walk.
One day you were precious to him
Today when he sees you
Turning his face away .



প্রতিবাদী বেগ

সুদীপ্ত মাইতি
বিভাগ- বাংলা স্নাতকোত্তর
তৃতীয় সেমিস্টার

প্রতিটি রিকশাচালক,
একপ্রকার প্রতিবাদী বেগে চলে।

ঝড় - বৃষ্টিমাখা রাতে
কিংবা ঝলসানো রোদে,

যাত্রীসমাজ বাঁধে তারে
দাম-দরের গরাদে।

ভোর - কুয়াশায় চাকা ছোঁয়ায়
স্টেশনে-স্টেশনে,

লবণ - মুক্তো গড়িয়ে পড়ে
নগ্ন পা -এর পানে।

প্রতিটি রিকশাচালক,
একপ্রকার প্রতিবাদী বেগে চলে।।



মুখোশ মানুষ

- অভিষেক মান্না
দ্বিতীয় সেমিস্টার,
ইংরেজি বিভাগ

মানুষ আজ মুখোশ পরা
সে মুখোশ সরিয়ে,
মুখ চেনা যায়।
কিন্তু অদৃশ্য যে মুখোশ পরেছে
তা কি সরানো যায়?

জহুরী নাকি রতন চেনে
এ কথা অনেক শুনেছি।
কোথা সে জহুরী
আর কথা সে রতন
শুধু অপেক্ষার প্রহর গুনেছি
অনেক শুনেছি অনেকেই তো দেখেছি
জীবন অনুভবে পূর্ণ।

কিন্তু সত্যি কি মানুষ চিনতে শিখেছি?
তাহলে এ জীবন ধন্য!

হাওয়ায় দোলে শিউলি ফুল

শঙ্কর ভূঞ্যা
বিভাগ- বাংলা স্নাতকোত্তর
তৃতীয় সেমিস্টার

হাওয়ায় দোলে শিউলি ফুল
কৃষ্ণ প্রেমে রাধা ব্যাকুল।

কৃষ্ণ কালো মেঘ রাশি
চাঁদের উপর যাচ্ছে ভাসি,

বাজছে বেনু খেয়াঘাটে
যমুনা নদীর ওপার তটে।

আঁধার শেষে প্রভাত আসে
ঝরছে ফুল চারিপাশে।

আঁচল পেতে কুড়ায় ফুল
রাধার আজি হৃদয় আকুল,

গাঁথছে রাধা ফুলের মালা
পরবে গলে চিকন কালা।



মুক্তি কাব্য

শিল্পা নায়ক
বিভাগ- বাংলা স্নাতকোত্তর
তৃতীয় সেমিস্টার

স্বাধীনতার কথা শুনি রবি - কাজীর কাব্যে
স্বাধীনতার গান শুনেছি অতুলপ্রসাদ কণ্ঠে।
স্বাধীনতা স্বপ্ন দেখি সুভাষ - ক্ষুদির চক্ষে,
স্বাধীনতা ঘর করেছে ভারতবাসীর বক্ষে।

স্বাধীনতা নয় গো বাক্য, নয়গো মুখের কথা,
সহস্র ক্ষত, ব্যর্থতা আর পরাধীনতার ব্যাথা।
আন্দোলনে রুদ্ধশ্বাসে ক্রান্তিবাদের হুংকার,
স্বাধীনতা রক্তে রন্ধ্রে জাগিয়ে তোলে টঙ্কার।

স্বাধীনতার আদল গড়ে ভারত মায়ের কোলে,
স্বাধীনতার ঢেউ জেগেছে নবজাতকের দলে।
তুমিও চাও স্বাধীনতা তুমিও দেখ স্বপ্ন,
ঘরের সীমায় দাঁড়িয়ে আছে অমর দেশের রত্ন...।

স্বাধীনতা অনাথ শিশুর আবছা চোখের অস্ত্র,
নগ্ন দেহের ভিখিরিনির আর্তনাদের বস্ত্র।
ঝলসে যাওয়া পাতালপুরীর সর্বনাশী লহরী,
জাতিস্বরে জেগে ওঠা আগুন পাখি প্রহরী।

দেশটা এখন ধুলোয় লুটে হয়েছে ভীষণ নিম্ন,
শুধু, মানচিত্রের পরিখাতে এক ঘরেই চিহ্ন।
স্বাধীনতার দু চার কথা রাত বিকেলেই শুনি,
ভাই, নামেই মাত্র স্বাধীনতা, বাকিটা বেনামী..।

মুক্তিযুদ্ধে করে যারা কালে কালে বজ্জাতি,
অন্ধকূপের অন্ধ নালায় চাপা পড়েছে মাটি।
স্বাধীনতা তুমি অমর, তুমি রাইফেলের তান,
কলুষিত করে তোমায় যারা হোক অভি'সম্পাত।

হোক অভি'সম্পাত, হোক অভি'সম্পাত।



ভয়ঙ্কর একুশ

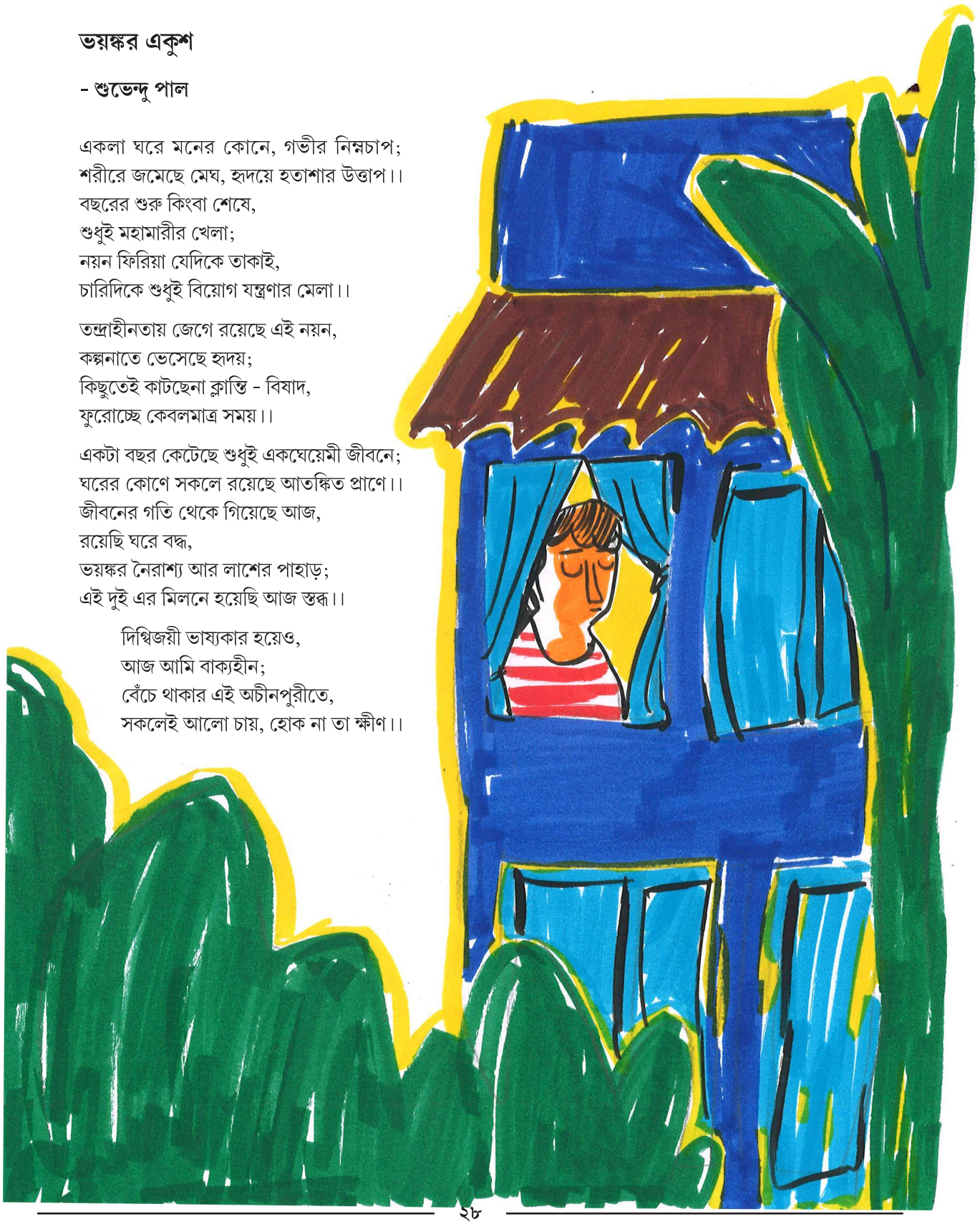
- শুভেন্দু পাল

একলা ঘরে মনের কোনে, গভীর নিস্নচাপ;
শরীরে জমেছে মেঘ, হৃদয়ে হতাশার উত্তাপ।।
বছরের শুরু কিংবা শেষে,
শুধুই মহামারীর খেলা;
নয়ন ফিরিয়া যেদিকে তাকাই,
চারিদিকে শুধুই বিয়োগ যন্ত্রণার মেলা।।

তন্দ্রাহীনতায় জেগে রয়েছে এই নয়ন,
কল্পনাতে ভেসেছে হৃদয়;
কিছুতেই কাটছেনা ক্লান্তি - বিষাদ,
ফুরোচ্ছে কেবলমাত্র সময়।।

একটা বছর কেটেছে শুধুই একঘেয়েমী জীবনে;
ঘরের কোণে সকলে রয়েছে আতঙ্কিত প্রাণে।।
জীবনের গতি থেকে গিয়েছে আজ,
রয়েছি ঘরে বদ্ধ,
ভয়ঙ্কর নৈরাশ্য আর লাশের পাহাড়;
এই দুই এর মিলনে হয়েছি আজ স্তব্ধ।।

দিগ্বিজয়ী ভাষ্যকার হয়েও,
আজ আমি বাক্যহীন;
বেঁচে থাকার এই অচীনপুরীতে,
সকলেই আলো চায়, হোক না তা ক্ষীণ।।



লক্ষ্মী পেঁচা

- অর্কপ্রভ পন্ডা
প্রথম সেমিস্টার, পদার্থবিদ্যা বিভাগ



লক্ষ্মী আজকাল মাঠে খেলতে যেতে চায় না। অনুসন্ধিৎসু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে থাকে ঘরের কোণে। সে তার মনখারাপের কারণ কাউকে বলতে পারে না। এই দেখুন আপনারা আবার লক্ষ্মীকে মেয়ে ভেবে ভুল করবেন না, ওর ভালো নাম লক্ষ্মীকান্ত সমাদ্দার। বয়স আন্দাজ নয় দশ হবে। ছুটি কাটাতে আম্রপল্লীতে এসেছে। গ্রাম মানেই ওর কাছে বন্ধু বান্ধব, হইহুল্লোড়, বাঁধভাঙ্গা আনন্দ। কিন্তু সেই মুক্ত বিহঙ্গ আজ সেচ্ছায় গৃহবন্দি। কিন্তু কেনো? লক্ষ্মী মাঠে খেলতে যেত শুধুমাত্র পেঁচির জন্য। পেঁচি ইয়ে মানে লক্ষ্মীর পেঁচা বলা যেতে পারে। ওরা অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু। লক্ষ্মী যখন ফুটবলটা

রিন্টুর পায়ের মাঝখান দিয়ে নিয়ে গিয়ে গোলকিপার কার্তিককে কুপোকাত করে সোজা গোলপোস্টে ঢুকিয়ে দিলো তখন দূরে দাঁড়িয়ে পেঁচি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিল। তারপর তার হাতে দুটো পেয়ারা আর একটা চিরকুট দিয়ে ছুটে চলে যায়। চিরকুটে লেখা ছিল 'লক্ষ্মী ছেলে।' এ হেন পেঁচা থুড়ি পেঁচি যদি খেলার মাঠে না আসে তবে আমাদের লক্ষ্মী কিভাবে গোল করবে বলুন তো। পর পর পাঁচদিন যখন পেঁচি মাঠে আর আসছে না তখন লক্ষ্মী পেঁচির বাড়ি যায়। বাড়ি গিয়ে সে দেখে পেঁচি দাওয়ায় বসে আছে মুখকে নিচের দিকে করে। লক্ষ্মী পেঁচির পাশে গিয়ে বসে। পেঁচি একবার লক্ষ্মীর দিকে তাকায়। চোখ দুটো তার ছল ছল করছে। লক্ষ্মী কিছু বুঝে ওঠার আগেই পেঁচি তার হাত ধরে নিয়ে যায় মাঠের পূর্ব দিকে একটা মহীরুহের সামনে। ওপরের দিকে গাছের একটা ডালের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় সে। লক্ষ্মী আঙ্গুল বরাবর তাকাতে দেখে ওই ডালে একটা পাখি বসে আছে। নীল রঙের গলা পাখিটার। এর আগে একবার দেখেছে সে পাখিটাকে। কিন্তু তেমন গুরুত্ব দেয়নি। বোধহয় পাখিটাকে ধরে দিতে বলছে পেঁচি। না! তার চোখে মুখে বিষন্নতার ছায়া। কি চায় পেঁচি! মুখ নিচু করে এক পা এক পা করে সে বাড়ির দিকে চলে যায়। লক্ষ্মীও আগাগোড়া কিছু বুঝতে না পেরে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে। যেতে যেতে সে দেখে মাঠে তখনও খেলা চলছে। কিন্তু তার মন নেই। দূরে কোথাও সন্ধ্যার আরতি হচ্ছে। একজন চাচা নতুন এসেছে এখানে পাখি ব্যবসা করতে। তিনিও পাখির খাঁচা নিয়ে বাড়ির পথ ধরেছেন। লক্ষ্মী সেই যে বাড়ি ফিরেছে আর সে বাড়ি থেকে বেরোয়নি। সে ভেবেই চলেছে পেঁচির মুখে কিভাবে হাসি ফোটাবে। হঠাৎ তার মনে পড়ে কালকেই তো পেঁচির জন্মদিন। সে কি কালকেও যাবে না পেঁচির কাছে! কিন্তু কি নিয়ে যাবে সে। লক্ষ্মী উঠে গিয়ে তার লক্ষ্মীভাঁড় ভাঙ্গে। এরপর সে গুনতে বসে। মোট ২০টি কয়েন সে জমিয়েছে। যার মধ্যে পাঁচ টাকা দশ টাকার কয়েন বেশি। কিন্তু কি দেবে সে পেঁচিকে? সে কয়েনগুলোকে সযত্নে রেখে দেয়। পরের দিন ভোরে নতুন জামা কাপড় পরে সে দাদুর হাত ধরে পেঁচির বাড়ির দিকে এগোয়। রাস্তার ধারে সে চাচাকে দেখতে পায়। অনেক পাখি নিয়ে বসে আছে।



লক্ষ্মী পাখিগুলো দেখতে থাকে। সে দেখে একটা বাচ্চা পাখি খাঁচার এক কোণে মুখ গুঁজে বসে আছে। তার গলার কাছটা হালকা নীল রঙের। লক্ষ্মী চাচাকে বলে ''তোমার ঐ পাখিটার দাম কত?'' চাচা মুখ ঘুরিয়ে দেখে বলে ''ক্যান কও দেখি লক্ষীবাবু? তোমার পসন্দ হইসে?'' ''আমি ওটা নেবো। দাম কত বলো?'' ''উটা তো বিক্রি নাই বাবু। উটার নাম নীলকণ্ঠ'' নীলকণ্ঠ? মায়ের কাছে শুনেছে সে। বিক্রি নেই সে কেমন কথা বলে চাচা। ওটা তো লক্ষ্মীর ভীষণ পছন্দ। পেঁচি এটা পেলে খুব খুশি হবে। সে বায়না করে। নাতির চিৎকারে দাদু এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সামান্য ধমকও খায় চাচা। এত ছোট পাখি ধরা তো নিষিদ্ধ। শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে পাখিটাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এতে লক্ষ্মীর মন আরো খারাপ হয়ে যায়। সে দূরে দেখে পেঁচি নতুন একটা ফ্রক পরে লক্ষ্মীর দিকে এগিয়ে আসছে। কিছু টা এসে সে থেমে যায়। তার চোখ আটকে গেছে ওই বাচ্চা পাখিটার দিকে। পাখিটা তার নরম ডানা গগন জয়ের আকাঙ্ক্ষায় ঝাপটাতে লাগলো। পাখিটাকে একটু একটু করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্মী লক্ষ্য করল পেঁচির মুখে হাসি। চোখের কোণে জল। হ্যাঁ। সে ঠিকই তো দেখছে। আনন্দাশ্রু? কিন্তু কেন? কি এমন ঘটলো? হঠাৎ লক্ষ্মী দেখে কালকের দেখা সেই নীলাভ গলা যুক্ত সুন্দর পাখিটা বাচ্চা পাখিটার সামনে এসে বসেছে। সেই বড়ো পাখিটা তার ডানার পালক দিয়ে আচ্ছাদিত করে রেখেছে বাচ্চা পাখিটাকে। এবার পুরো ঘটনাটা লক্ষ্মীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। মা আর সন্তানের পুনর্মিলন। যেনো হঠাৎ খরার মাঝে বৃষ্টির জলে সিক্ত মাটি। ছোট্ট পাখিটিকে খুব সাবধানে গাছের ডালে যেখান থেকে চাচা তাকে ধরেছিল সেখানে রেখে আসা হলো। পেঁচি লক্ষ্মীর কাছে এসে তার হাত ধরে নিয়ে যায় মাঠের পূর্ব দিকে ওই মহীরুহের সামনে। দেখে পাখিটা এখন স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদনে মগ্ন। হয়তো আজ জন্মদিনে পেঁচিকে সবচেয়ে বড়ো উপহারটা সে দিতে পেরেছে। হয়তো পেঁচি মুখে কিছু বলতে পারে না। ছোটো থেকেই সে কথা বলতে পারে না লক্ষ্মী সেটা জানে। কিন্তু পেঁচির অনুভূতিগুলো যেনো কথা বলে। আজ পরাধীনতার বেড়াজাল থেকে দুজনেই মুক্ত। আবার আগের মত খেলতে যাবে লক্ষ্মী। পেঁচি দূরে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখবে। পেঁচির হাতে একটা ছোট্ট চিরকুট দেয় লক্ষ্মী। তাতে লেখা ''লক্ষ্মীর পেঁচাকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা।''



বিসর্জনে আগমনী

- শুভময় প্রধান
চতুর্থ সেমিস্টার,
শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ



দশমীর রাতে ঘড়িতে তখন ঠিক ৯টা বাজে। দেবদূত আমার সাথে এসে রূপসী বাইপাসে বাসে তুলে দিয়ে গেল। বাস ছেড়ে দিয়েছে, পেছন থেকে বন্ধু বলে উঠল, 'ভাই সাবধানে যাস।' আমার উত্তর ওর কান পর্যন্ত আর পৌঁছাল না। তার আগেই বাস অনেকটা পথ চলে এসেছে। প্রায় ৯টা ১৯ নাগাদ যখন আমার গন্তব্যস্থল মারিশদাতে নামলাম, দেখি বিসর্জন হয়নি। তাই ভাবলাম একটু মণ্ডপ থেকে ঘুরে আসি। কিন্তু মণ্ডপে যেই ডুকতে যাবো, পেছন থেকে কে একজন বলে উঠল -

'এ বেটা, কুছ পয়সা দো না, ইয়ে দাওয়াই লেনা হে। বহত দরদ কর রাহা হে ...'

আমি প্রথমটা বেশ অবাকই হলাম কারণ এখানে কেউ তো হিন্দি বলেন না। তাহলে ইনি বলছেন। মুখটা ঘুরিয়ে দেখলাম বেশ সম্ভ্রান্ত এক মহিলা। পরণে সবুজ প্রিন্টেড ছাপা শাড়ি, চোখে সোনালী ফ্রেমের একটা চশমা, পায়ে চপ্পল, বাঁহাতে একটা পুরানো ওষুধের পাতা। ডান হাত আমার দিকে এগানো। কথাগুলো বলতে বলতেই আরেকটু এগিয়ে এলেন আমার দিকে। ঠিক করে হাঁটতে পারেন না। ল্যাংড়াতে



ল্যাংড়াতে হাঁটছেন। বোধহয় হাঁটু ক্ষয়ে গেছে।

- দাওয়াই কিতনেকা হে?

- একশো নব্বই রপীয়া কা বেটা। মেরে পাস একশো বিশ হে। বাকি রপীয়া চাহিয়ে ...'

- 'দিজিয়ে তো দাওয়াই কা পাততা ...' চোখ বুলিয়ে নিলাম একবার ওষুধের পাতাটার ওপর। তারপর বললাম 'নাহি। উসসে যাদা রূপীয়া চাহিয়ে আপকো'

- পড়ে লিখহে হে না বেটা। হিসাব নেহি আতা। দে দে বেটা। আল্লাহ তেরা ভলা করেগা, সালামত রাখেগা। তেরা হর দুয়া পুরা করেগা। তু শ দেগা তুঝে হাজার দেগা ...'

থামিয়ে দিয়ে বললাম 'সত্তর রূপীয়া তো নেহি দে পায়েঙ্গে ...'

- তু যিতনা দে পায়েগা দে। বাকি কোয়ি অর আল্লাহ কা বেটা দে দেগা ...'

মাঝে ফোন এলো বান্ধবীর 'আমার ফটো এডিট করে দিবি ... হ্যাঁ, ফটো সেন্ট কর ...'

আমি ওয়ালেট খুলে টাকা বার করতে গিয়ে দেখি একটা ৫০ টাকার একটা নোট আর সব খুচরো আছে। বাকি সব ৫০ টাকাই দিলাম।

- একশো বিশ, তিশ, চাললিশ, পঁচাশ, যাট ... অর দশ রূপিয়া চাহিয়ে না বেটা?'

- নাহি মাঝি। অর বিশ রূপিয়া চাহিয়ে আপকো।'

- 'ঠিক হে বেটা। আল্লাহ তুঝে সালামত রাখখে ...'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটু এগিয়েই অন্য এক বাইকওয়ালার কাছে হাত পাতলেন। মাথায় সাদা টুপি, পরণে ফতুয়া। বয়স ওই ২৪-২৫। সে ঘুরেও তাকালোনা। সিভিক গ্রিন সিগন্যাল হাত নেড়ে দিতেই সে চলে গেল। আমি ওয়ালেটটা আবার বার করে একটা ২০ টাকার খুচরো কয়েন বার করে ওনার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধরে টাকাগুলো দিলাম ...

- 'লিজিয়ে হো গেয়া একশো নব্বই রূপিয়া'

একটা অন্যরকম ভাবে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে খানিকক্ষণ। সেই তাকানোয় যতটা না খুশি ছিল, তার থেকে যেনো অনেকটা বেশি ছিল অবিশ্বাস। এই পৃথিবীতে এরকমও

যে হতে পারে সেটা যেন উনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন 'যারা রোড ক্রস করওয়া দোগে বেটা?

ওনার হাতটা ধরে আস্তে আস্তে ওনাকে রাস্তাটা পার করাতে করাতে মনে পড়ছিল একবার ছোটবেলায় মুসলিম বন্ধুর সাথে টিফিন শেয়ার করেছিলাম জেনে মা আমাকে আপাদমস্তক স্নান করিযে তারপর বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিল। হেসে ফেললাম মনে মনে। রোডটা ক্রস হতেই উনি বললেন - 'বাস বেটা বহুত বহুত শুকরিয়া। খুশ রেহ। মেরা আপনা বেটা জিন্দা রেহতা তো আজ তেরে যিতনা হি হোতা ...'

চোখ ভিজলো কিনা দেখতে পেলাম না। কিন্তু আঁচল উঠলো চোখে।

উনি একটু এগিয়ে যাওয়ার পরেই পিছু নিলাম। উল্টোপারের রাস্তাটায় তখন লোক গুলো বক্সের সামনে নাচ শুরু করেছে। দশমী কবেই বা বাঙালীদের ঠাকুর দেখা বন্ধ করতে পেরেছে! আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ভদ্র মহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন এক মুদিখানা দোকানে। ডান হাতের মুঠো থেকে ৫০ টাকার নোট আর দশ টাকার কয়েনটা বার করে তুলে দিলেন দোকানদারের হাতে। তারপর একে একে হাতে তুলে নিলেন তিনটে ওষুধের প্লাস্টিক। চাল, মুসুর ডাল আর একটা নুনের প্যাকেট। এই জগৎ সংসারে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যে ওষুধগুলোর কোন বিকল্প নেই। আমি ফিরে এলাম ঠোঁটের কোণায় আবার ছোট্ট একটা হাসি নিয়ে। র‍্যান্টাক ৩০০ এর ১৩ টাকা দামের ওষুধের পাতা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরোনো সন্তানহারা মাকে জীবনের লড়াই টিকিয়ে রাখার তিনতে অব্যর্থ ওষুধ কিনে দিতে পারার হাসি।

তারপর উল্টো দিক থেকে ভেসে এলো মণ্ডপে বিসর্জনের বদ্যি বাজছে। কত গাড়ি, কত ঢাক ঢোল, কত আলো। কত আয়োজন। মায়ের বিসর্জন বলে কথা। হেসে উঠলাম আবার।

ওরা জানেনা, মাত্র ৮০ টাকা খরচ করে একটু আগেই আমি আটকে দিয়েছি আর এক মায়ের বিসর্জনের স্বাধীনতা। সেদিন মনে মনে একটু বিদ্রুপের হাসি হেসে ভেবেছিলাম, ''সত্যিই আমরা কী সকলে স্বাধীন হতে পেরেছি, নাকি স্বাধীন হওয়ার অভিনয় করে চলেছি? যাইহোক বাকি কথা আমার না সব বলবে সময়।



মা

ধীরাজ মিশ্র



ড্রয়িংরুমে হেলানো চেয়ারে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল সোহিনী। পুরো নাম সোহিনী গাঙ্গুলী। শহরের এক নামজাদা বিউটিশিয়ান। বর অভিষেক গাঙ্গুলী চাকরি করে এক মস্ত বড় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায়। তাদের এক ফুটফুটে কন্যাসন্তানও আছে, নাম মৌলি গাঙ্গুলী। কিন্তু এরকম জাঁকজমকপূর্ণ ছিলো না সোহিনীর জীবনটা কয়েক বছর আগেও। হঠাৎ তার মনে পরে যায় তার মায়ের কথা। যার কারণে আজ সে এখানে পৌঁছতে পেরেছে।

সোহিনীর জন্ম হয়েছিল এক প্রত্যন্ত গরিব পরিবারে। তার বাবা কোনো কাজ করত না। সারাদিন মদের নেশায় বুঁদ থাকত। আর নেশার ঘোরে সোহিনীর মাকে মারত। সোহিনীর মা সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করত। এইসব দেখে ছোট্ট সোহিনীর খুব কষ্ট হতো। সোহিনীর ঠাকুরদা ছিল না। তার ঠাকুমাও তার মাকে নানান ভাবে অপদস্ত করত। কিন্তু সংসারটা টিকে ছিল শুধুমাত্র সোহিনীর মায়ের জন্যই। তার মা খুব কষ্ট করে লোকের বাড়িতে কাজ করে, সেলাই মেশিনে সেলাই করে যা কিছু

উপার্জন করতে তা দিয়েই সংসার চলত। তার মধ্যেই আবার সোহিনীর বাবা বেশিরভাগ টাকাই জোর করে ছাড়িয়ে নিত মদ খাওয়ার জন্য। দুবেলা পেটপুরে খাবারও জুটত না তাদের।

১৬ বছর বয়সী সোহিনী মাধ্যমিক পাশ করার পরই তার বাবা ও ঠাকুমা তাদের বিয়ের বন্দোবস্ত করতে শুরু করলো। বিয়েতে সোহিনী ও তার মা আপত্তি জানালো। কোনো বাধা শুনলো না সোহিনীর বাবা। শেষ পর্যন্ত সোহিনীর বিয়ে ঠিক হলো। কিন্তু বিয়ের দিন সোহিনী তার তার মায়ের আদেশে বাড়ি ছেড়ে পালাল। যাওয়ার আগে তার মা তাকে বলল তুই ভালে করে পড়াশোনা করে আমার ও তোর বাবার নাম উজ্জ্বল করবি। সোহিনী তার মাকে প্রণাম করে বাড়ি ছেড়ে পালাল। কিন্তু সে জানতো না যে এটাই তার মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা। এরপর সোহিনী একটি হোমে থেকে পড়াশোনা শুরু করলো। এই সময় সে তার মাকে চিঠি লিখতো কিন্তু তার কোনো উত্তর আসতো না। মায়ের কোনো খবর না পাওয়ার জন্য সোহিনীর মন খারাপ থাকতো। এইভাবে দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। এখন সোহিনীর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। এরই মাঝে একদিন সোহিনীর বাড়ির পাশের একজন লোক এসে খবর দিয়ে গেল যে সোহিনীর মা কিছুদিন আগে ক্যানসার এ মারা গেছে। মরার আগে তার মায়ের শেষ ইচ্ছে ছিল যে সোহিনী যেন তার সৎকারে না এসে পরীক্ষায় মন দেয়। এই খবর শোনার পর সেহিনী কিছু সময়ের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

সেই চোখের জল মুছে পড়ায় মন দেয় সোহিনী। উচ্চমাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করে মায়ের স্বপ্ন পূরণ করে। আজ সোহিনীর কাছে সবকিছু আছে শুধু মা নেই। তাই সে চায়, সে যেন তার মেয়ের কাছে আদর্শ মা হয়ে উঠতে পারে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে সোহিনীর হাত থেকে কফি কাপটি পড়ে যায়। সোহিনীর চোখ থেকে জল নেমে আসে। তার মুখ থেকে শুধু একটাই শব্দ বেরিয়ে আসে মা।



অনুভূতির ছোঁয়া

- অনন্যা জানা
তৃতীয় সেমিস্টার, ভূগোল বিভাগ



আজ সকাল থেকেই মেঘের মুখ ভার, জানিনা হয়তো কোনও অজানা কারণে সে রোদের ওপর উপর অভিমান করে, অবিশ্রান্তভাবে ঝরে চলেছে। একইভাবে আজ সকাল থেকে অনুরাধারও মন অশান্ত। সে জানে না কেন আজ তার মন অশান্ত তাও নিজের অফিসে বেরিয়ে গেল ঠিক সময়ে আবার কাজ সেরে সন্ধের সময় বাড়ি ফিরে এলো কিন্তু সেই মনখারাপ এখনো তাকে ঘিরে। ব্যস্ত শহরে সবাই যখন নিজেদেরকে নিয়ে ভাবতে ব্যস্ত তখন নিস্তব্ধ ব্যালকনিতে অনুরাধা দাঁড়িয়ে আজ তার মনের বাতায়নে অজস্র অনুভূতির আনাগোনা, এক কাপ কফি নিয়ে এসে ব্যালকনি লাগোয়া বেতের চেয়ার টায় বসল, হাতে কবিগুরুর 'সঞ্চয়িতা'। মোমবাতি টাও কেমন নিজের সত্তাকে মেরে ফেলতে অভিপ্রায় তাই সে অশ্রুপাত রূপে মোম ঝরাচ্ছে, আর তার সাথে একটু একটু করে অন্ধকারের পরিসীমা ও বেড়ে চলেছে। আর এদিকে

অনুরাধাও অন্ধকারের পরীসীমা অতিক্রম করে এক মনে পড়ে চলেছে 'সঞ্চয়িতা'

ঠিক তখনই এলো অরিন্দম এর ফোন।

অরি- কী রে? কী করছিস অনু?

অনু- আপাতত রবিঠাকুরের শরণাপন্ন..তুই?

অরি- উঁহু সেটি হচ্ছে না বাপু তোর একার রবি ঠাকুরের ওপর কোনো অধিকার নেই দাঁড়া আমিও খুলি 'সঞ্চয়িতা'টা...

এরপর সারা সন্ধ্যে জুড়ে চলল তাদের একে অপরকে নিজেদের প্রিয় কবিতা শোনানোর পালা এতক্ষণে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো যেন মধুর সুর তুলেছে নিজের মনে আর সেই সুরের তালে মিলে যাচ্ছে দুই প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়। একে অপরের মনের নাগাল পেতে চেষ্টা করছে।

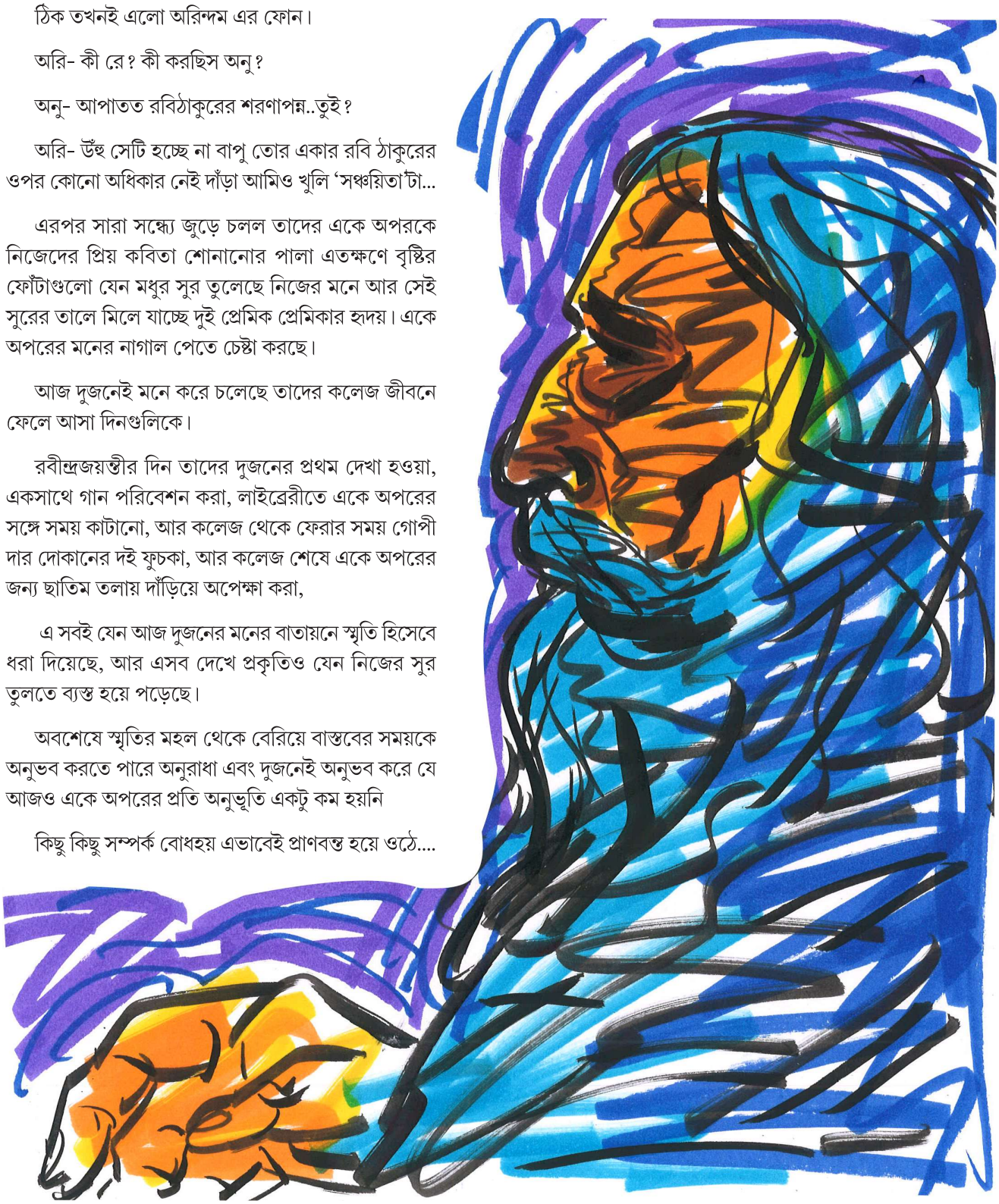
আজ দুজনেই মনে করে চলেছে তাদের কলেজ জীবনে ফেলে আসা দিনগুলিকে।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন তাদের দুজনের প্রথম দেখা হওয়া, একসাথে গান পরিবেশন করা, লাইব্রেরীতে একে অপরের সঙ্গে সময় কাটানো, আর কলেজ থেকে ফেরার সময় গোপী দার দোকানের দই ফুচকা, আর কলেজ শেষে একে অপরের জন্য ছাতিম তলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা,

এ সবই যেন আজ দুজনের মনের বাতায়নে স্মৃতি হিসেবে ধরা দিয়েছে, আর এসব দেখে প্রকৃতিও যেন নিজের সুর তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অবশেষে স্মৃতির মহল থেকে বেরিয়ে বাস্তবের সময়কে অনুভব করতে পারে অনুরাধা এবং দুজনেই অনুভব করে যে আজও একে অপরের প্রতি অনুভূতি একটু কম হয়নি

কিছু কিছু সম্পর্ক বোধহয় এভাবেই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে....





ভিখারীর ধন চুরি

শঙ্কর ভূঞ্যা
তৃতীয় সেমিস্টার,
বাংলা বিভাগ

ফটিক নামে এক অস্থিচর্মসার, শীর্ণকায় ভিখারী ছিল। কপটতা ছিল তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সে পথের ধারে কখনো বা স্কুল, কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইতো। যা রোজগার হতো তাতে তার সংসার চলতো না। দিন রাত্রি কেবল স্ত্রীর সাথে বিবাদ লেগেই থাকতো। দুটি ছেলের ভরণপোষণ জোগাতে তাকে নাজেহাল হয়ে যেতে হতো। মাঝে মাঝে না খেয়ে বাড়ির সবাইকে অনাহারে থাকতে হতো। ফটিকের বন্ধু ছিল সাধুচরণ। সে ছিল যেমন সৎ, তেমনি ছিল খুব সহজ, সরল। তার তেমন অর্থকষ্ট ছিল না, খুব স্বাচ্ছন্দ্যে তার দিন কাটতো। তার বাড়ির পাশে ছিল পুরনো একটা ভাঙ্গা মাটির মন্দির। সাধুচরণ একটা নতুন পাকার মন্দির তৈরি করার জন্য সেই পুরনো মন্দিরটা ভাঙছিল। ভাঙতে ভাঙতে হটাৎ সে তিন ঘোড়া মোহর দেখতে পায়। সেগুলি সে সযত্নে বাড়িতে নিয়ে এসে রাখে। তারপর ফটিককে সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানায়। তিন ঘোড়া মোহর দেখেইতো ফটিকের চোখ কপালে উঠে যায়। সে মনে মনে ফন্দি আঁটতে থাকে কিভাবে সে তিন ঘোড়া মোহর সাধু চরণের কাছ থেকে নিবে। হটাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়, সে সাধুচরণকে বোঝায় - 'পাওয়া জিনিস বাড়িতে রাখতে নেই, দান করে দিতে হয় নাহলে সংসারের অমঙ্গল হয়।' সাধুচরণ খুব সহজেই তার কথায় ভুলে যায় এবং তিন ঘোড়া মোহর ফটিককে দান করে দেয়। ফটিকেরতো আর আনন্দ ধরে না। বাড়িতে নিয়ে এসে তিন ঘোড়া মোহর সযত্নে রেখে দেয়।

পরেরদিন ডাকাত আসে তার বাড়িতে। তিন ঘোড়া মোহর সহ সমস্ত জিনিসপত্তর নিয়ে তারা চলে যায়। ফটিক শুধু হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আলো

-পারমিতা জানা
তৃতীয় সেমিস্টার, ভূগোল বিভাগ



স্ট্যান্ডে আসার সাথে সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে আজ বাসটা পেয়ে গেল অমৃতা। অন্যান্য দিন বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয় তাকে কিন্তু আজ তা আর হলো না। বেশ কয়েক মাস ধরে এই রুটে যাতায়াত তার, এখান থেকে কলেজ যেতে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট লাগে তার, ভাগ্যটা আজ বেশ ভালই ছিল অমৃতার বাসে উঠে একটু এদিক-সেদিক খোঁজ নেওয়ার পর ফাঁকা সিট টা পেয়ে যায় সে। অফিস টাইম তাই অন্যান্য যাত্রীরাও ধীরে ধীরে বাসে উঠলো। এমন সময় উঠকো ধরনের একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে বাসে উঠলো। পরনে ফুল ফুল ডিজাইন করা জামা, কানের দুল, মুখে কি যেন চিবোতে চিবোতে বাসে উঠলো তাকে দেখে ভ্রু কুঁচকালো অমৃতা। ভাবলো কীসব কালচার! পেটে যে এক ফোঁটাও বিদ্যে নেই তা বেশ ভূষা দেখলেই বোঝা যায়, যত সব অশিক্ষিতর দল এরাই সমাজটাকে নষ্ট করে। বাস স্ট্যাণ্ড ছাড়তে যাবে এমন সময় এক বৃদ্ধা বাসে উঠলেন, তার পায়ে গভীর ক্ষত, শতচ্ছিন্ন এক পোশাক, আহত পা-টাকে টানতে টানতে কোনরকমে বাসে উঠলো। বৃদ্ধটিকে বাসে উঠতে দেখে আমাদের ভদ্র সমাজ একটু বিরক্তির চোখে তাকালো, কেউ নিছক করুণায় ভাবল! এমন মানুষের বেঁচে থেকে কি লাভ, কেউ আবার বিরক্তিতে তাকিয়ে ভাবল! দামি ডিটারজেন্টে কাচা সব জামা কাপড় গুলো নোংরা করে দিল, কি দরকার বাবু এমন কাজের সময় ঝামেলা পাকানোর রাস্তার ধারে পড়ে থাকলেই তো হয়।

বৃদ্ধা বাসে উঠে নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে সবার কাছে সাহায্য চাইতে লাগলো। কেউ কেউ করুণা করে! দু পাঁচ টাকা দিয়ে দিল কেউ কেউ আবার কিছু পরামর্শ দান করল বৃদ্ধার প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি কেউই দেখালো না, তার ক্ষত ও তার সমস্যা সমাধানের পরামর্শ এইসব নিয়ে কারো মাথাব্যাথা লক্ষ করল না অমৃতা। এমনকি বৃদ্ধাকে কিছুটা সহযোগিতার জন্য নিজেদের সিট ছেড়ে দিয়ে সামান্য সময়ের জন্য নিজেদের আরাম পরিত্যাগের ভাবনাটা কার ওর মাথায় এসেছে বলেও মনে হলোনা অমৃতার, মুখে সমাজের উন্নতি আওড়ানো, উন্নত মানসিকতা, দুস্থ কে সাহায্য করা বুলি আওড়ানো, ভদ্র পোশাক পরিহিত শিক্ষিত মানুষ গুলোর উপর কেমন যেন রাগ হল অমৃতার

নিজে উঠে বৃদ্ধাকে ডাকতে যাবে এমন সময় ওই উটকো ছেলেটার গলা শুনতে পেলো সে... ‘ও দিদা কোথায় যাবে? পায়ের যা অবস্থা করেছো, আগে একটু বোসো তারপর তোমার কথা শোনা যাবে’

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটলো অমৃতার। অমৃতার নামার সময় এসে গেল সে নামার সময় লক্ষ্য করলো ছেলেটা বৃদ্ধাকে নিয়ে নামলো এবং স্ট্যান্ডের পাশে থাকা ওষুধের দোকানের কাছে নিয়ে গেল।

এরপর ছেলেটার প্রতি পূর্ব মানসিকতার জন্য মনে মনে সে লজ্জিত বোধ করল। ভাবল বাইরের পরিপোষাক কখনও কোনো মানুষের প্রকৃত পরিচয় হতেই পারে না। আপেক্ষিক দৃষ্টি তে যাকে অভদ্র মনে হয় তার মানবিকতার কাছে ভদ্রবেশী অনেকেই হার মানে। আসলে মানুষ চেনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হচ্ছে আমাদের মন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

যদি ফিরে পেতাম সেই দিনগুলি

- সুদীপ্তা জানা
বি.এড. দ্বিতীয় সেমিস্টার

খুব সহজ সরল, সাদাসিধে এবং শান্ত স্বভাবের একজন ছোট্টো মেয়ে, সবাই ভালোবেসে ডাকতো 'মিষ্টি'। পাড়ার সকল ছেলে মেয়েরা তার যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাদের সাথেই সে সারাটাদিন কাটাতো। বন্ধুদের সাথে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে সে রোজ পড়তে যেত। রবিবার বা কোনো ছুটির দিন পেলে সে তো আনন্দে আত্মহারা! দাদুর এনে দেওয়া শিব ঠাকুরকে নিয়ে পাড়ার বন্ধুদের ডেকে বাড়ি থেকে চুপি চুপি কাঁচাছোলা আর চিনি নিয়ে পুকুর পাড়ে শিব পূজা করত। শান্ত মেয়েটিরও একটু আধটু দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করত। মাঝে মাঝে সে তার মায়ের বকুনি শুনে দুপুরবেলা খাওয়ার সময় ঘরে আসত। আবার বিকেলে খেলার মাঠে খেলতে যেত। এভাবেই তার দিন বেশ ভালোই কাটছিল।

এখন মিষ্টি কলেজে পড়ে। তার পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সাথে এখন তেমন যোগাযোগ নেই। সবাই যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। অনেকের তো বিয়ে হয়ে সংসার হয়ে গেছে। মিষ্টি খুব মিস্ করে তাদের। আর মাঝে মাঝে ছোটোবেলার সুন্দর সুন্দর রঙিন দিনগুলো যেন তার চোখে ভেসে ওঠে। আর সে ভাবতে থাকে, ইস্! 'যদি ফিরে পেতাম সেই দিনগুলি'।



প্রবন্ধ

আদিম যুগে সঙ্গীত

সরোজ কুমার ঘোড়ই, এস. এ. সি. টি. অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ



পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীনতম সভ্যদেশে সঙ্গীত সেইসব দেশেরই আদিম নাচ, গান বাজনারই ক্রম বিবর্তিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। আদিম মানবগোষ্ঠী বলতে বোঝায়, যারা আগুন জ্বালাতে পারত না, গুনতে জানত না, যাদের চক্র বা চাকার কোন ধারণা ছিল না, যারা কাঁচা মাংস খেত, কৃষিকাজ জানত না, বসতি নির্মাণ, বিবাহ ও পরিবার সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, ইত্যাদি। এক কথায় আদিম মনুষ্য গোষ্ঠী ছিল মানুষেরই পাশবিক অবস্থা। কালানুক্রমে মানুষ উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগতি হয় এবং ধীরে ধীরে সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলে। মানুষের এই অবস্থাকে 'আদি' বলে। অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হল - মানুষ অনুকরণ করতে জানত এবং তাদের কল্পনাশক্তি ছিল, যা অন্যান্য উন্নত প্রাণীর ছিল না। এই কল্পনাশক্তির হাত ধরেই মানুষ শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং সৃজনক্ষম হয়ে উঠেছিল।

বিভিন্ন গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি -

(ক) শিকার প্রবৃত্তি ও যুদ্ধজয়ের উল্লাস থেকে সর্বপ্রথম আদিম নাচের জন্ম হয়, যাতে না ছিল ছন্দ না ছিল তাল।

(খ) তারপর সেই আদিম সমবেত নাচের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার জন্য গাছের ডাল দিয়ে পাথরের খণ্ডের উপর কিংবা শুকনো গাছের গুঁড়িতে ঠুকে ঠুকে শব্দ করে সমছন্দর সৃষ্টি করত এবং তালে তালে পা ফেলত।

(গ) আদিম নাচ সৃষ্টি হওয়ার পরই উদ্ভুত হয়েছিল 'তালবাদ্য'। ঐ শুকনো গাছের গুঁড়ি ও মসৃণ পাথরের প্রায় সমতল খণ্ড ছিল প্রথম তালবাদ্য, যাকে সঙ্গীতের পরিভাষায় বলা হয় ঘনবাদ্য। আদিম মনুষ্য সমাজে তাল-বাদ্য বা অবন্ধ বা আনদ্ধ কিংবা বিতত শ্রেণীর ছিল না। ছিল ঘনবাদ্য। এরপর

চামড়ায় ঢাকা তালবাদ্য সৃষ্টি হতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। সর্বপ্রথম পাথরের কুঠার দিয়ে গাছের গুঁড়ির কিছুটা পরিমাণ (আনুমানিক ২/২.৫ হাত) গর্ত করে পশুর চামড়া দিয়ে একমুখ আচ্ছাদন করে অবনদ্ধ বাদ্য সৃষ্টি করা হয়, দেখতে অনেকটা আধুনিক 'কঙ্গে' বাদ্যের মতো। পরবর্তী সময়ে মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখে। জীবজন্তুর মাংস পুড়িয়ে খেতে শেখে এবং তার সঙ্গে পোড়া মাটির জিনিসপত্র তৈরী করতে শেখে, তখনই পোড়া মাটির তৈরী একমুখ যুক্ত অবনদ্ধ বাদ্য তৈরী হয়।

(ঘ) আদিম 'তালবাদ্য'র পর জন্ম হয় আদিম অভিনয়ের প্রাক ঐতিহাসিক মানুষেরা অবসর যাপনকালে কোন শিকার বা যুদ্ধের ঘটনাকে অনুকরণ করে আনন্দ লাভ করত। সেইটি ছিল আদিম অভিনয়।

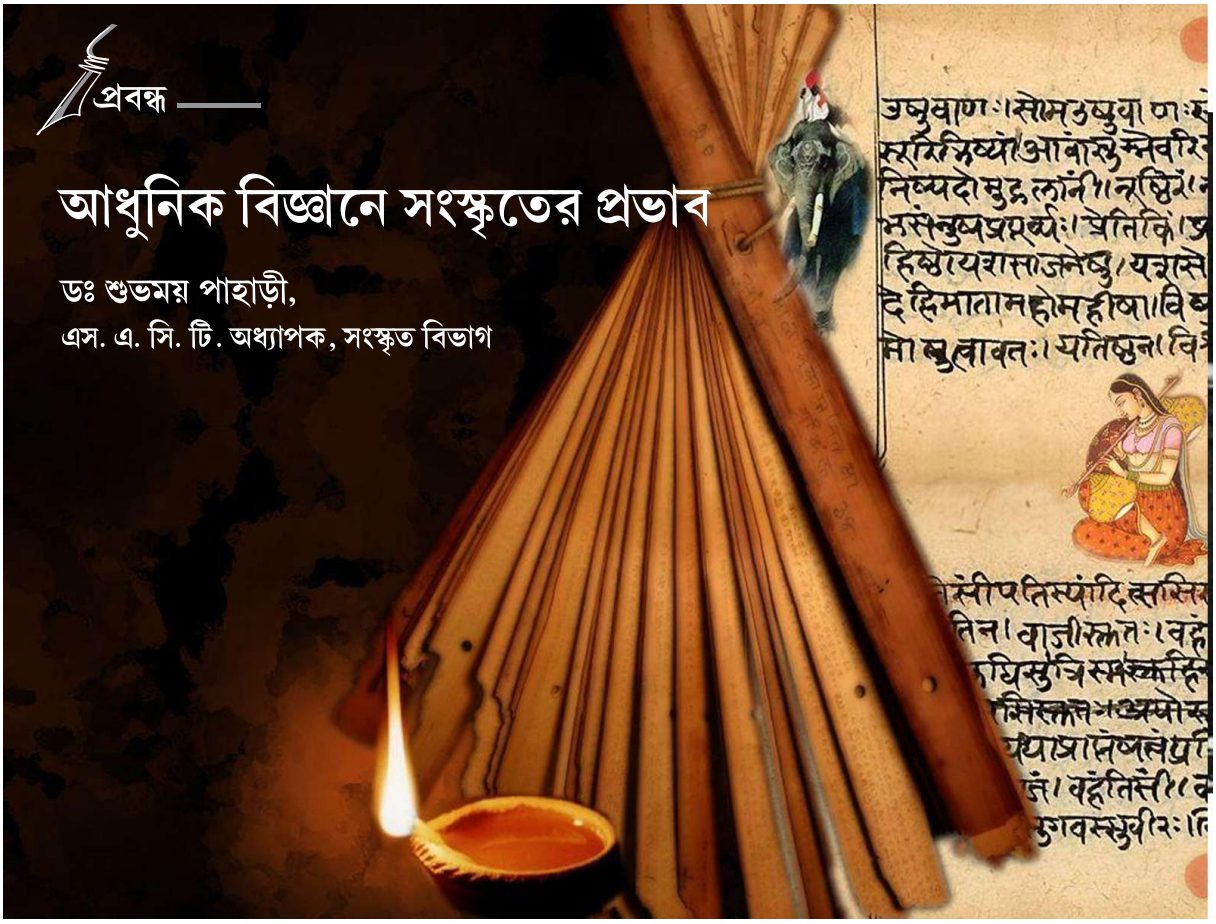
(ঙ) এরপর মানুষ পশুপক্ষী, জীবজন্তুর ডাক এবং নানা প্রাকৃতিক শব্দের অঙ্গ প্রতঙ্গের সঞ্চালন জনিত বিভিন্ন ইঙ্গিত ও ভঙ্গী প্রাক্ ঐতিহাসিক মানুষেরা ইতিমধ্যে তৈরী করে ফেলেছিল। এগুলির সঙ্গে অনুকরণজনিত শব্দের উত্থান পতন যুক্ত হওয়ায় উদ্ভুত হয়েছিল আদিম ভাষা, যার প্রকৃতি ছিল দুর্বোধ্য। আদিম মানুষের ভাষা দুর্বোধ্য হলেও একটি বিষয়ে আমাদের বোধগম্য হয়, তা হল, উল্লাস, আহ্বান, ক্রোধ, বিরক্তি ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক উচ্চগ্রামে প্রয়োগ করত তারা। আবার দুঃখ, বেদনা, ক্লান্তি, অবসাদ এবং গোপনীয়তা বোঝানোর জন্য কণ্ঠস্বর নিম্নগামী করত, এটি প্রাকৃতিক নিয়ম।

আদিম ভাষা জন্মানোর পরে সম্ভবত আদিম গান জন্মায়, এই গানের প্রকৃতি ছিল সরল ও অবরোহীগতিক। আদিম গানে মূলত পাঠ্যস্বরই ব্যবহৃত হত এবং দুটি বা তিনটি স্বর লাগত। বৈদিক যুগে এসে গোড়ার দিকে এদের বলা হত 'উচ্চ', 'নীচ', ও 'মধ্য'। অনেক পরে এগুলির নাম হয়েছিল। 'উদাত্ত', 'অনুদাত্ত', এবং 'স্বরিত'। এগুলিও প্রথমদিকে ছিল পাঠ্যস্বর যা পরে গেয়ো স্বর রপে বিবর্তিত হয়।

আদিমগান প্রয়োগের ক্ষেত্রভেদে দুই-রকম ছিল।

(১) ধর্মীয় ও (২) ধর্মনিরপেক্ষ। প্রাকৃতিক রোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা একটি উৎসর্গ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করত। এই উৎসর্গ অনুষ্ঠানটি আদিম মানুষের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ছিল। উৎসর্গের তালিকায় তাদের প্রিয় বস্তুগুলি থাকত যা তারা অদৃশ্য মহাশক্তির উদ্দেশ্যে মনুষ্য সমাজের অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত মঙ্গলের জন্য দান করত। এই উৎসর্গ অনুষ্ঠানে সম্ভবতঃ নির্বাচিত আদিম গান ও আদিম নাচ ব্যবহৃত হয়। ধর্ম নিরপেক্ষ গানকে সামাজিক গান বলা হত। আদিম মানবগোষ্ঠীর উৎসর্গিত অনুষ্ঠানটি বহু পরে বৈদিক যুগে 'বৈদিক যজ্ঞে' বিবর্তিত হয়।





প্রবন্ধ

আধুনিক বিজ্ঞানে সংস্কৃতের প্রভাব

ডঃ শুভময় পাহাড়ী,
এস. এ. সি. টি. অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

সংস্কৃত কেবলমাত্র একটি ভাষা নয়, তা হল সমস্ত জ্ঞানের আকর। সর্ববিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদ সংস্কৃত ভাষায় উপলব্ধ হওয়ায় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বেদ রপ মহাসমুদ্রে এমনই রহস্যময় যে সেখানে স্নান করলে জ্ঞানরপী রত্ন নির্গত হয়। এই বেদ বাঙ্ময়ে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় থেকে শুরু করে ব্রহ্মবিদ্যা, সৃষ্টিবিদ্যা, পৃথিব্যাদি লোকের ভ্রমণবিদ্যা, আকর্ষণ এবং অনুকর্ষণ বিদ্যা, প্রকাশ্য - প্রকাশক বিদ্যা, গণিতবিদ্যা, জ্যোতিষ, ধর্ম, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, কলা, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাধারণ বিজ্ঞান, ভূতবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিন্যস্ত। বস্তুতঃ বেদবাঙ্ময়ের আধারে বিজ্ঞান বিকশিত। সংস্কৃত তথা বৈদিক বাঙ্ময় পর্যালোচনা করলে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক উপাদান লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি সংস্কৃত ভাষা সংগণক (কম্পিউটার)-র জন্য পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা।

চিকিৎসা শাস্ত্রে সংস্কৃত - (Sanskrit in Medical Science)

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভারতীয় আয়ুর্বেদ এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। আয়ুর্বেদ শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্র নয়। তা হল সম্পূর্ণ জীবনের বিজ্ঞান। প্রাচীন কালে ভারতীয় ভৈষজবিদ্যা গ্রীস প্রভৃতি দেশগুলিকে পর্যাপ্ত রপে প্রভাবিত করত। আজ বলতেই হয় যে যখন কোন দেশে কোন প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না, তখন আমাদের ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ আটটি অঙ্গের সহিত পূর্ণরপে বিকশিত হয়েছিল। শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায় চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, বাল চিকিৎসা, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণ এই আটটি চিকিৎসা চরক প্রভৃতি আচার্যগণের আলোচ্যবিষয়। সেই ধারায় বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভাবিত। Surgery, Plastic Surgery, Transmission প্রভৃতি অত্যাধুনিক পদ্ধতি সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষিগণের স্বতন্ত্র আবিষ্কার। চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম অঙ্গ যোগ। যার দ্বারা প্রায় সমস্তপ্রকার দূরারোগ্য ব্যাধি প্রশমিত হয়। তার বীজ কিন্তু যোগসূত্রকার পতঞ্জলির শাস্ত্রে স্পষ্ট।

উদ্ভিদবিদ্যায় সংস্কৃত - (Sanskrit in Botany)

ভারতীয় প্রাচীন পৌরাণিক ও বৈদিক সাহিত্যে উদ্ভিদসমূহের নাম, প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের, পাতার, ফলের সৌন্দর্য প্রভৃতি বিষয় আলোচিত। বাস্তুতন্ত্রের সচেনতায় ও

সংস্কৃত কাব্য, শাস্ত্র সমূহ অন্যান্য। অথর্ব বেদে উল্লিখিত যে বৃক্ষ বনস্পতীসমূহে সকল দেবগণের শক্তি বিদ্যমান। (অথর্ববেদ, ৮.৭.৪)। ঋগ্বেদে বলা হয় যে - ''নিত্যস্তোত্রো বনস্পতিঃ, ধীনামন্তঃ সর্বদু (ঋগ্বেদ, ৯.১২.৭)। অর্থাৎ বৃক্ষ বনস্পতী প্রাণবায়ু (অক্সিজেন) রপী অমৃত প্রদাতা। অথর্ববেদে কথিত বৃক্ষসমূহ প্রদূষণরপী রাক্ষসকে বিনাশ করে। (অথর্ব ১২.৩.১৫)। মহাদেব যেমন বিষ পান করে অমৃতপ্রদান করেন, বৃক্ষসমূহ ও কার্বন ডাই অক্সাইড রপী বিষ পান পূর্বক অক্সিজেন রপী অমৃত প্রদান করে। তাই বনস্পতী শিবের রূপ - ওষধয়ো বৈ পশুপতি ''শতপথ ব্রাহ্মণ ৬.১.৩.১২। এইভাবে সংস্কৃতবায়ে বৃক্ষরোপনাদির দ্বারা বাস্তুতন্ত্র রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

প্রাণীবিদ্যায় সংস্কৃত - (Sanskrit in Zoology)

বেদে পশুপালন, পশু সংরক্ষণ, সংবর্ধন ও পশুচিকিৎসক প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। পুরুষসূক্তে তিন প্রকার প্রাণীর কথা বলা হলেও বেদান্ত দর্শনে চার প্রকার প্রাণীর নির্দেশ পাওয়া যায়। যথা - জরায়ুজ, অন্তজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। অথর্ববেদে পশু শব্দ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত। এই শাস্ত্রে জীবসমূহের নাম, বর্গীকরম, গুণ কর্ম ও স্বভাব, তাদের উপযোগিতা প্রভৃতির বিবরণ লক্ষ্য করা যায়।

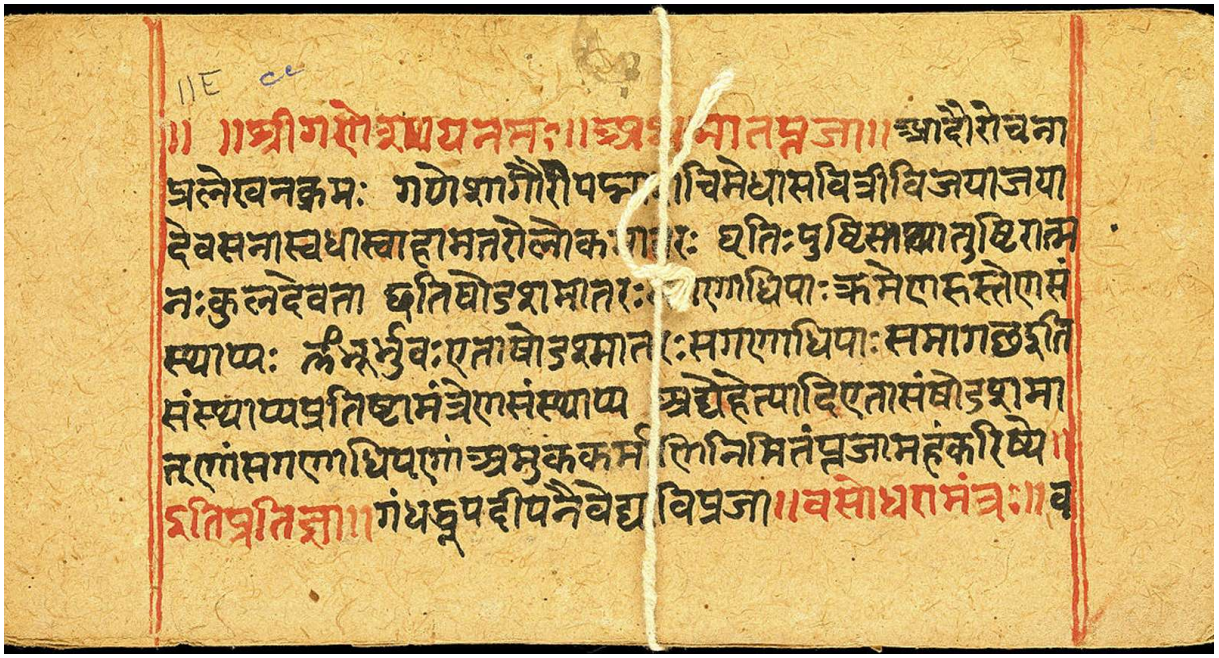
ভূত বিজ্ঞানে সংস্কৃত - (Sanskrit in Physics)

বৈদিক বাঙ্ময় অনুসারে ঋষি অথর্বা হলেন পৃথিবীর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। কারণ তিনি অগ্নি সম্বন্ধীয় তিনটি তত্ব আবিষ্কার করেন। বেদসমূহে অগ্নিবিদ্যাবিষয়ক বহুমন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। যেখানে অগ্নির গুণ, ধর্ম, কর্তৃত্ব, ব্যাপকতা, প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদের বহুমন্ত্রে উল্লিখিত যে - অগ্নি এক ও অবিনাশী। কেবলমাত্র তার রূপান্তর হয়, আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান স্বীকার করে যে - **"Energy can neither be created nor destroyed. It can be transformed from one form to another for"** শক্তির সংখ্যা সহস্র অশ্বশক্তি রূপ হওয়ায় তা শতিন্ (১০০ অশ্বশক্তি) ও সহস্রিন্ (হাজার অশ্বশক্তি) সম্পন্ন। অগ্নিকে উর্জাপতি ও সহসঃ সূনুঃ বা শক্তির পুত্র বলা হয়। এই অগ্নি বৈশ্বনর অগ্নি নামে অভিহিত।

এছাড়া কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে পরমাণু সিদ্ধান্তে দ্ব্যনুক, একঃরেণু, চতুরুনু **Electron, Proton, Nutron** যেন এর পরিপূরক। অগ্নির দ্বারা উৎপন্ন শক্তিতে বিশ্বের সমগ্র কায চলতে থাকে। ঋষি অথবা সর্বপ্রথম অরণি মন্থনের **(Friction)** দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করেন। জলমন্থনের দ্বারা উৎপন্ন অগ্নি হল জলবিদ্যুৎ **(Hydrolelectric Hydel)**। ত্বামগ্রে পুষ্করাদধি অথর্বা নিরমন্থত (ঋগ্বেদ, ৬.১৬.১৩) এই মন্ত্রে প্রতিপাদিত যে ঋষি অথর্বা পুকুরের জল মন্থনের দ্বারা জলবিদ্যুৎ আবিষ্কার করেন। অথর্বার তৃতীয় আবিষ্কার হল - ভূগর্ভীয় অগ্নি **(Gas)** - পুরীষ্যা সো অগ্রয়। (ঋগ্বেদে, ৩.২২.৪)। অথর্ববেদে কথিত যে সমুদ্রে ও অগ্নি পরিব্যাপ্ত - শিবান্ অগ্নীন্ অপ্সু সদঃ (অথর্ব, ১৬.১.১৩)।

রসায়নশাস্ত্রে সংস্কৃতি (Sanskrit in Chemistry)

রসায়নশাস্ত্র রসবিদ্যা বা রসক্রিয়া নামে বেদে অভিহিত। বেদে রাসায়নিক পরীক্ষাগার এবং রাসায়নিক কাজের কথা



উল্লিখিত। যা রসক্রিয়ানগর ও রসক্রিয়াশালা নামে প্রসিদ্ধ। রামায়ন বলতে রসের মার্গকে বোঝায়। আক্ষরিক অর্থে রসায়ন পদে ধাতু সমূহের সর্বোত্তম পুষ্টি লাভের উপায় কে বোঝায় ঋগ্বেদে সোনা, তামা, রপো, ও ব্রোঞ্জের মতো ধাতুর উল্লেখ রয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে আবার টিন ও সীসার কথা পাওয়া যায়। - হিরণ্যম্ চ মেয়াশ্চ সে সীসম্ চ সে পুশ্চমে স্যামন্ চ সে লোহং চ সে।' এই সমস্ত ধাতুগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণের দ্বারা পাওয়া যায়। ষড়দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক দর্শনে ব্যাপকভাবে পদার্থ ও তার গঠন নিয়ে কাজ করে, তা আধুনিক রসায়নের অনুরপ। এছাড়া রসহৃদয়তন্ত্র, রসরত্নাকর, রসার্ণব, রসসার প্রভৃতি গ্রন্থ রসায়ন শাস্ত্রের পথ প্রদর্শক। আচার্য নাগার্জুন বেস ধাতুকে সোনায় রপান্তরিত করার রসায়ন আবিষ্কার করেন। আচার্যগোবিন্দ - সালফারকে সিংহের সাথে এবং অন্যান্য ধাতুকে হাতির সাথে তুলনা করেছেন। এছাড়া কো জলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রন তা প্রমাণিত।

গণিত শাস্ত্রে সংস্কৃত - (Sanskrit in Mathematics)

বেদে গণিত বিষয়ক বহুমন্ত্র লক্ষ্য করা যায়। গণিতশাস্ত্র মূলতঃ অঙ্ক, বীজ ও রেখা ভেদে তিনপ্রকার। বৈদিক সাহিত্যে গণিত বিষয়ে অনেক সূত্র পাওয়া যায়। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ভাগাহার বিষয়ক আলোচনা দেখা যায়। শূন্যতত্বের আবিস্কার, ভগ্নাংশ, এক থেকে পরাধ পর্যন্ত সংখ্যা গননা কেবলমাত্র বেদে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া রেখা বিজ্ঞানে বেত অন্যতম ও অপরিহার্য।

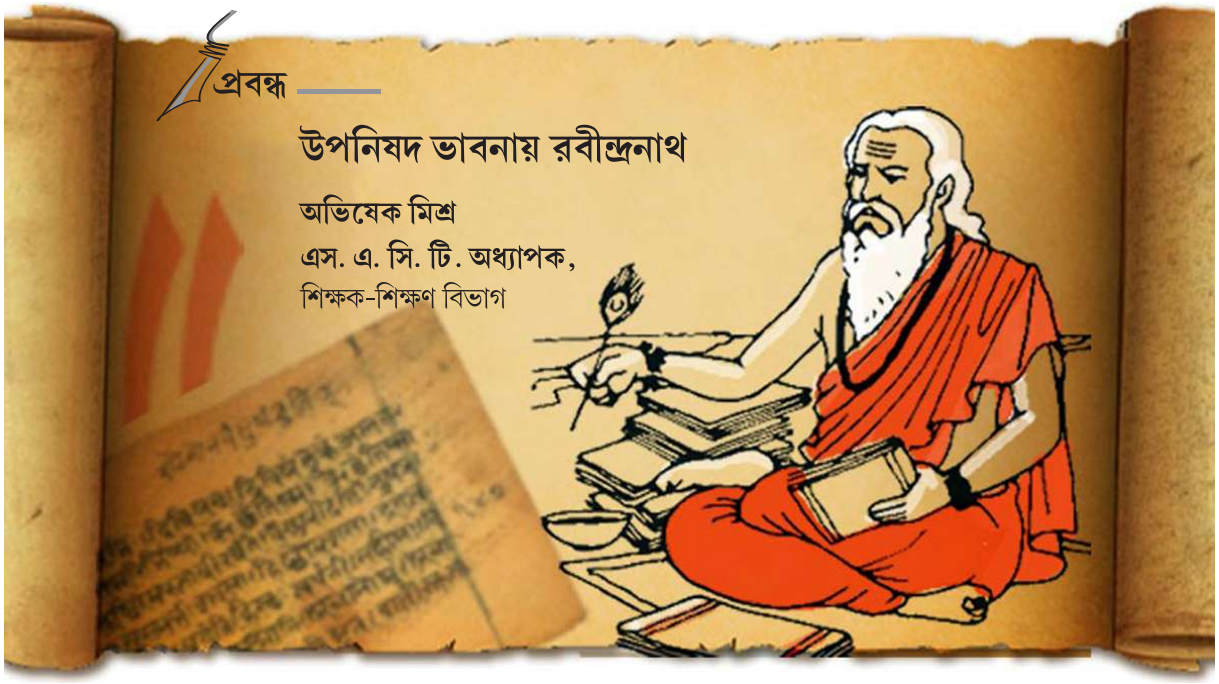
প্রযুক্তিবিদ্যায় সংস্কৃত - (Sanskrit in Techical Science)

প্রাচীন প্রযুক্তি হল আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার জনক। রামায়ণে পুষ্পকবিমান, সেতুবন্ধ প্রভৃতি বিষয় পরবর্তীক্ষেত্রে আকাশযানের ও সেতু তৈরির অনুপ্রেরণা। জল, স্থল ও আকাশযানের তত্ত্ব সংস্কৃত অবলম্বিত। এছাড়া বেদে তারবিদ্যার সঙ্কেত লক্ষ্য করা যায়। যুবং পেদবে অর্থাৎ পার্থিব ধাতু ও কাষ্ঠাদি যন্ত্র এবং বিদ্যুৎ এর প্রয়োগে তারবিদ্যা সিদ্ধ হয়।

জ্যোতির্বিদ্যায় সংস্কৃত - (Sanskrit in Astronomy)

জ্যোতিষশাস্ত্র ভূগোল ও খগোল সম্বন্ধিত। ভৌতবিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, প্রভৃতিরহ সহিত এর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। কালের মহত্ব, যুগ বিচার, গ্রহ নক্ষত্রাদির গমনাগমন মানব প্রভাব প্রভৃতি আলোচিত। বেদে সর্বপ্রথম উল্লিখিত যে পৃথিবী গোলাকার।

এছাড়া অস্ত্র বিদ্যায় ও সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের অবদান স্পষ্ট। বেদে অস্ত্র (মিসাইল) বলতে হেতি ও মেনি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এই অস্ত্র বিদ্যুৎ, অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি থেকে উৎপন্ন। এছাড়া অগ্নিবান পদে আগ্নেয়াস্ত্র, ও বায়ব্য অস্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অথর্ব বেদ ও যজুর্বেদে বাতানুকূলিত ভবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইভাবে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প কর্মের কথা বেদে প্রতিপাদিত। বিস্তৃত বেদাধ্যয়নের মাধ্যমে সংস্কৃত বাঙ্ময়ে নিহিত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত তত্বই জানা যায়।



প্রবন্ধ

উপনিষদ ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

অভিষেক মিশ্র
এস. এ. সি. টি. অধ্যাপক,
শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ

'উপ' ও 'নি' পূর্বক ক্বিপ্ প্রত্যয়ন্তে বিনাশ, প্রাপ্তি ও অবসাদনার্থক সদ্ ধাতুর উত্তর - 'উপনিষদ্' - এই প্রকার রূপ হয়। উপনিষদ্ শব্দের মুখ্য অর্থ হল - ব্রহ্ম বিষয়ক বিদ্যা। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি প্রার্থনা মন্ত্র প্রায়শঃই পাঠ করে থাকি -

''অসতো মাসদ্গময়''
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময় আবিরার্বিম এধি।''

অর্থাৎ অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমায় জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমায় অমৃতলোকে নিয়ে যাও। কিন্তু কাকে উদ্দেশ্য করে এই বক্তব্য?

বিদ্বান ব্যাক্তি ব্রহ্মস্বরূপ ভেলার সাহায্যে সংসার সমুদ্রের ভয়াবহ স্রোত সকল উত্তীর্ণ হন। এই উপনিষদেই বলা হয়েছে - তাঁর হাত নেই, তবু তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর পদ নেই, তবু তিনি গমন করেন; চক্ষু নেই, তবু তিনি দর্শন করেন। কর্ণ নেই, তবু তিনি শ্রবণ করেন। তিনি বেদান্ত বস্তু সকল স্থানে আছেন, কিন্তু কেউ তাকে জানেন না। স্থিতধীর ব্যক্তিগণ বলে থাকেন - তিনি সকলের আদি ও মহানপুরুষ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই একই চিন্তাধারায় সংপৃক্ত। প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্যে, গন্ধে, গানে, পটে কাব্যে অরপে রপের লীলা প্রত্যক্ষ করতেন, আবার কখনো শাশ্বতের ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তাঁর সমাজ চেতনা, ইতিহাস চেতনা, শিক্ষা চেতনা, শিক্ষা চিন্তা উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ভাবনায় সংপৃক্ত। রবীন্দ্র কাব্যে একটি মূল সুর ধ্বনিত হয় -

''অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় মঙ্গল
সীমা চায় হয়ে অসীমের মাঝে হারা।

ধর্ম চেতনার বৈচিত্র প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি তাঁর গীতাঞ্জলি'র নৈবদ্যতে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - উপনিষদ্ আমাদের অভীমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথও এই অভয়ের সাধনাই করেছেন পদে পদে ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়াই যে আমাদের দুর্গতির কারণ তাও তিনি উপলব্ধি করেছেন, তিনি বলেছেন -

'' ... অস্ত্রে দীক্ষা দেহো রণগুরু।
তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ বচনীয়া উঠুক
আজি কঠিন আদেশে।
(নৈবদ্য)

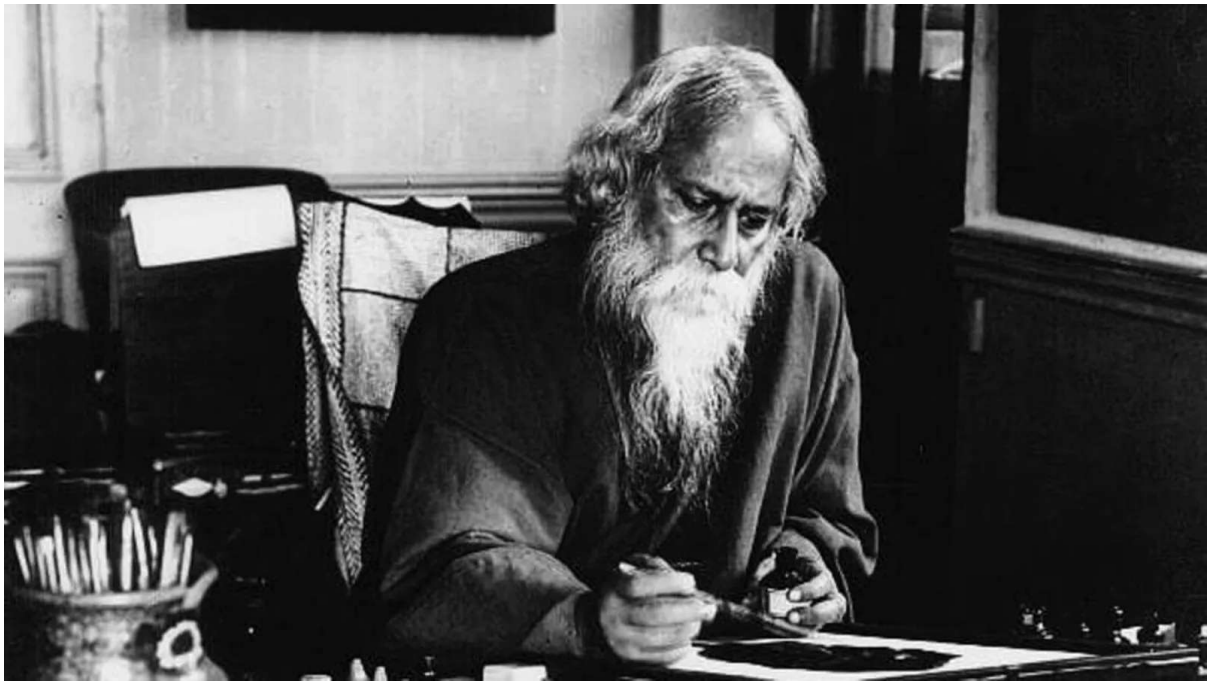
উপনিষদের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেছেন -'আমি সেই আদিত্য বর্ণ মহাপুরুষকে জেনেছি, আর একমাত্র তাঁকে জেনেই মানুষ লাভ করতে পারে অমৃতত্ত্বের রস।

'ও দেতং প্রেয়ঃ পুতাৎ প্রয়ো হন্য স্মৎ-সর্বস্মাৎ অন্তরতরং হৃদয়মাত্মাং - (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্) - এই পরমাত্মা সবার চাইতে অন্তরতম। ইনি পুত্রের চাইতেও প্রিয়, চিত্তের চাইতেও প্রিয়, প্রিয় অন্যান্য সকল বস্তু থেকেও ইনি প্রিয়। দিব্য চেতনালব্ধ - ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

''তোমারে বলেছে নারা পুত্র হতে প্রিয় -
চিত্ত হতে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে।
আত্মার অন্তরতর, তাদের চরণে
মাতিয়া রাখিতে চাই হৃদয় আমার।
(নৈবদ্য)

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের শাশ্বত কল্যাণবাণীর দ্বারা স্নাত ঋষিগণ অনুধাবন করেছেন - প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ এদিকে নিয়মের অধীন, অন্যদিকে স্বাধীন, ব্রহ্ম একদিকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অন্যদিকে আনন্দ ও অমৃত স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ''ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দস্বরপ প্রকাশ পায়, সেদিকে আত্মা, সেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেদিকে প্রকৃতি। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধনে আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য ও আনন্দ বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম ও দক্ষিণ বাহু, এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।

উপনিষদ রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক অমোধ দর্শন। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে উপনিষদের প্রভাব সম্বন্ধে অতি ভাবলক্ষীর আলোচনা করেছেন তাঁর **Rabindranath and the Upanishads** প্রবন্ধে।



ইলোরা এবং একটি গল্প

মৌমিতা পয়ড়া
(শিল্প সচেতনতা ও শিল্প শিক্ষা)

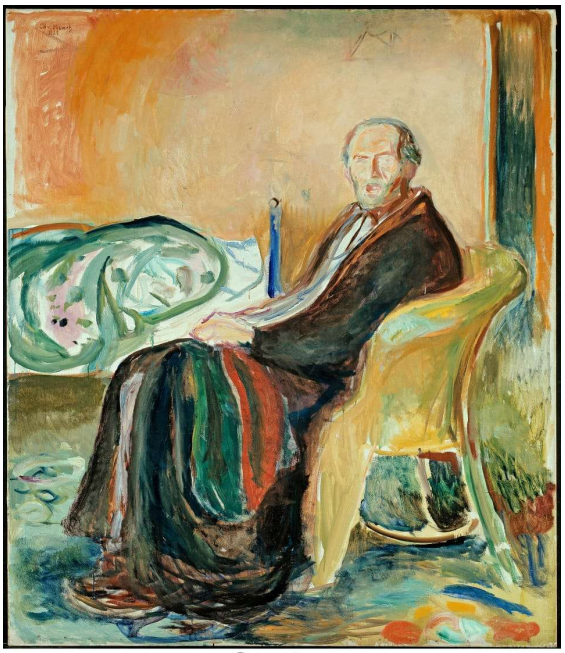
রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম চন্দ্র রোগশয্যায় শায়িত । কবিরাজগন জবাব দিয়ে ফিরে গিয়েছেন।আর কোনো আশা নেই। রানী স্বপ্নাদেশ পেলেন; রাজ্যে কৈলাশ শৃঙ্গের মত কখানা শিব মন্দির নির্মান করতে হবে, তবেই রাজা আরোগ্য লাভ করবেন। রানীও সেই মত আদেশ দিলেন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ইলাপুরা গ্রামের চরনানদ্রী পর্বতের চূড়ায় ব্যাসল্ট পাথর কেটে যত তাড়াতাড়ি পারো বানিয়ে দাও কৈলাশনাথ শিবের মন্দির। রানী পণ করলেন যতদিন না মন্দির সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন তিনি জল গ্রহণ করবেন না। মহামন্ত্রী পড়লেন ঘোর বিপদে। এমন শক্ত আগ্নেয় শিলা কেটে মন্দির নির্মান কি দু এক দিনের ব্যাপার? করতে বছরের পর বছর সময় লাগবে। এখন কি করা যায় মহামন্ত্রী কূল কিনারা পান না ! রাজপ্রাসাদ থেকেই দেখা যায় চরনানদ্রীপর্বত মালার শৃঙ্গ । সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মহামন্ত্রীর মাথায় বিদ্যুতের ঝলকের মত বুদ্ধি খেলে গেল। মহামন্ত্রী তৎক্ষণাৎ রাজ স্থপতিদের ডেকে পাঠালেন। সর্বাগ্রে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে পাহাড়ের শৃঙ্গ কেটে মন্দিরের চূড়াটি নির্মান করা হ'ল যেন মহারাণী প্রাসাদ থেকে মন্দিরটির চূড়া দেখতে পান। মন্দিরের চূড়া দেখে রানী জলগ্রহণ করলেন। রাজাও সুস্থ হয়ে উঠলেন ধীরে ধিরে। তৈরী হল বিশ্বের একমাত্র প্রস্তর স্থাপত্য যা ওপর থেকে ক্রমস নীচের দিকে খোদাই করে তৈরী করা। ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম কৃষ্ণের মৃত্যুর পরও চললো মন্দির নির্মানের কাজ। কয়েক শতাব্দী ধরে প্রায় ৩০লক্ষ কিউবিক ব্যাসল্ট শিলা কেটে ছেঁটে তৈরী হল, ৩০০ফুট উঁচু কৈলাশনাথ মন্দির। ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাষ্কর্যের আশ্চর্য নিদর্শন এই কৈলাশ নাথ মন্দির। এখানে কোনো কিছু পাথর কেটে নিয়ে এসে বসানো নয়। সবই আগে থেকে প্ল্যান করে নিয়ে একটি মাত্র পাহাড় কেটে নির্মিত। এই অভূতপূর্ব কীর্তিটিকে শাসক ঔরঙ্গজেব ব্যপক ক্ষতি করে। কিন্তু শক্ত ব্যাসল্ট শিলায় নির্মিত হওয়ার কারনে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি। (ইলোরা মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে)



ফেলে আসা কটি মহামারী ও ইউরোপের চিত্রকলা

তিতাস পন্ডা
এস. এ. সি. টি. অধ্যাপক,
শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ

১৯১৮, প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহতার স্প্যানিশ ফ্লুর ব্যাপকতা কিছুটা চাপা পড়ে যায়। সেই সময় সারা বিশ্বের জনসংখ্যার ৫০ কোটি মানুষ ই মহামারীতে মারা যান। নিচের ছবিটি শিল্পী ইগন সেলির আঁকা। তাঁর ছয় মাসের গর্ভবতী স্ত্রী এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ সন্তান। ছবিটি সম্পূর্ণ শেষ করে যেতে পারেননি সেলি। তার আগেই স্প্যানিশ ফ্লু তে মৃত্যু হয় সন্তানসম্ভবা সেলির স্ত্রীর। আর তার তিন দিন পরে ৩১এ অক্টোবর স্পনিশ ফ্লু তে মারা যান সেলি নিজে। আরেক বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান শিল্পী গুস্টাভ ক্লিম্ট তার কিছু দিন আগেই মারা গিয়েছে স্প্যানিশ ফ্লুতে। নরওয়ের এক্সপ্রেসিওনিস্ট এডওয়ার্ড মুঙ্ক আক্রান্ত হয়েছেন এই মহামারীতে। সেই অবস্থাতেই ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে এঁকেছেন আত্মপ্রতিকৃতি। তবে সবচেয়ে হৃদয় বিদারক ভয়ানক হাহাকার উঠে এসেছে ইগন সেলির আঁকা তার ভবিষ্যৎ পরিবারের অপূর্ণ সুখ স্বপ্নর এই ছবিটি থেকে। বিপুল সম্ভবনাময় শিল্পী থেমে গিয়েছিলেন মাত্র ২৮ এ।



এডিয়ার্ড মুঙ্ক



ইগণ সেলির আঁকা




শহরে বোমাতঙ্ক
এক বহুতল আবাসনের নীচে পাওয়া গেছে বন্ধ বাক্স।
বিস্ফোরক থাকার সম্ভাবনা।
সবাই দুরে যাও ব্লাস্ট হতে পারে
শুঁকে বল, বোম আছে কিনা।
কোনও বিস্ফোরক তো মিল্‌লো না।
তবে কি এর মধ্যে গুপ্তধন আছে?


এটাকে থানায় নিয়ে চল।
যার বাক্স উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে থানা থেকে নিয়ে যান
বাক্সের মধ্যে গুপ্তধন থাকার সম্ভাবনা।
আমাকে গুপ্তধনটা পেতেই হবে।
ভৌ ভৌ ওটা আমার
এই বাক্স আমার।
আমার আমার।
স্যার আমার জিনিস
ভাগ সব এখান থেকে।


কাকু এই বাক্সটা আমার দাদুর। আমাকে বাক্সটা দিয়ে দিন।
ফাজলামি করার জায়গা পাওনা, খোকা।
সত্যিই বাক্সটা আমার দাদুর। এই দেখুন চাবি।
এসব ফরেন্সিক টেস্টের জন্য পাঠাতে হবে।
না না। এটা আমার দাদুর বাড়ির মাটি। আর একটা আমের আঁটি। দাদু ভালো বলতে পারবে।
খোকা আমাদের তোমার দাদুর কাছে নিয়ে চল।


দাদু ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।
বাইরে কেন? ভেতরে এসো বাবা
আপনার বাক্সে মাটি আর আমের আঁটি কেন?
সে একটা গল্প, তাহলে শোনো।
মফস্বলে আমার একটা সাধের দোতলা বাড়ি ছিল। বাগান ছিল। আমগাছ ছিল। কিন্তু আমার একমাত্র ছেলে বড় শহরে চাকরী করে, ফ্লাটে থাকে। আমি একা বুড়ো মানুষ একা একা পাহারাওয়ালা হয়ে আর থাকতে পারিনা।
তাই সব বেচে বুচে ছেলের ফ্ল্যাটে চলে এসেছি। কিন্তু নিজের কোঠাবাড়ির মায়া ছাড়তে পারিনি।
এই বাক্সে আমার বাগানের একটু মাটি আর বাগানের আমগাছের একটা আঁটি সঙ্গে এনেছিলাম যদি কোথাও একটা পুঁতে দেওয়া যায়। সেই আমগাছটা তো বাগানের নতুন মালিক কেটে ফেলেছে। কিন্তু এই চকচকে ফ্লাটে ওই বাক্সটা বড় বেমানান। ছেলে ফ্লাটে ঢোকাতে দিলে না তাই নীচে ফেলে এসেছিলাম।
আজ সেই দাদু নেই। তবে তার হারানো বাগানের সেই আমের আঁটিটা পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। শহরের মাঝখানে। গাছটা অনেক বড় হয়েছে এখন মুকুল হয়, আম হয়। আর সেই আমগাছটা কোথাও হারবে না।
TITAS PANDA
তিতাস পণ্ডা



১৪২৯ বৈশাখ 2022 APR-MAY

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUE	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
৩১ সত্যনারায়ণ পূজা 15					বাংলা নববর্ষ 15	পূর্ণিমা হনুমান জয়ন্তী পূর্ণিমা 16
৩ 17	৪ 18	৫ 19	৬ 20	৭ শুভ বিবাহ 21	৮ শুভ বিবাহ 22	৯ 23
১০ 24	১১ 25	একাদশী 26	১৩ 27	১৪ শুভ বিবাহ 28	১৫ 29	অমাবস্যা 30
মে দিবস MAY 01	১৮ অন্নপ্রাশন শুভ বিবাহ 02	অক্ষয় তৃতীয়া পরশুরাম জয়ন্তী শুভ বিবাহ 03	২০ 04	২১ উপনয়ন 05	২২ অন্নপ্রাশন সাধভক্ষণ উপনয়ন 06	২৩ 07
গঙ্গা সপ্তমী সাধভক্ষণ 08	রবীন্দ্র জয়ন্তী 09	সীতা নবমী 10	২৭ 11	একাদশী 12	২৯ সাধভক্ষণ উপনয়ন 13	নরসিং জয়ন্তী 14

১৪২৯ জ্যৈষ্ঠ 2022 MAY-JUN

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUE	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
	পূর্ণিমা বুদ্ধ পূর্ণিমা শুভ বিবাহ 16	২ 17	৩ 18	৪ 19	৫ 20	৬ 21
রাজা রামমোহন রায় আবির্ভাব দিবস 22	৮ 23	৯ 24	১০ শুভ বিবাহ 25	একাদশী শুভ বিবাহ 26	১২ 27	১৩ 28
১৪ 29	অমাবস্যা শনি জয়ন্তী 30	১৬ শুভ বিবাহ 31	উপনয়ন ১৭ অন্নপ্রাশন JUN 01	উপনয়ন ১৮ সাধভক্ষণ 02	বাবা লোকনাথ তিরোধান দিবস 03	২০ 04
জামাই ষষ্ঠী 05	২২ 06	২৩ শুভ বিবাহ 07	২৪ 08	গঙ্গা দশেরা শুভ বিবাহ 09	একাদশী উপনয়ন 10	২৭ 11
২৮ অন্নপ্রাশন 12	২৯ 13	পূর্ণিমা জগন্নাথ স্নান যাত্রা শুভ বিবাহ 14	৩১ সত্যনারায়ণ পূজা 15			





১৪২৯ আষাঢ় 2022 JUN-JUL

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUE	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
৩২ 17				১ 16	২ 17	৩ 18
৪ 19	৫ 20	৬ 21	কানাক্ষ্যা পূজা 22	৮ 23	একাদশী 24	১০ 25
১১ 26	১২ 27	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবির্ভাব 28	অমাবস্যা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আবির্ভাব 29	১৫ অন্নপ্রাশন সাধভক্ষণ 30	অন্নপ্রাশন রথ যাত্রা সাধভক্ষণ JUL 01	১৭ 02
১৮ শুভ বিবাহ 03	১৯ উপনয়ন অন্নপ্রাশন 04	২০ শুভ বিবাহ 05	২১ সাধভক্ষণ 06	২২ 07	২৩ সাধভক্ষণ শুভ বিবাহ 08	জগন্নাথ উল্টো রথ যাত্রা 09
একাদশী শুভ বিবাহ 10	২৬ অন্নপ্রাশন সাধভক্ষণ 11	২৭ 12	পূর্ণিমা গুরু পূর্ণিমা 13	২৯ 14	৩০ 15	৩১ সত্যনারায়ণ পূজা 16

©FDTM.IN



১৪২৯ শ্রাবণ 2022 JUL-AUG

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUB	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
	নাগ পঞ্চমী 18	২ শুভ বিবাহ 19	৩ 20	৪ 21	৫ 22	৬ শুভ বিবাহ 23
একাদশী শুভ বিবাহ 24	৮ শুভ বিবাহ 25	৯ 26	১০ 27	অমাবস্যা 28	১২ সাবত্তকণ 29	১৩ 30
১৪ অন্নপ্রাশন 31	১৫ শুভ বিবাহ AUG 01	১৬ 02	১৭ সাবত্তকণ শুভ বিবাহ 03	১৮ শুভ বিবাহ 04	১৯ সাবত্তকণ 05	২০ 06
অন্নপ্রাশন কৃষ্ণ কুলনযাত্রা আরম্ভ 07 সাবত্তকণ	একাদশী 08	২৩ 09	২৪ অন্নপ্রাশন 10	পূর্ণিমা ক্ষুদিরাম বসু শহীদ দিবস 11	রাখীবন্ধন সাবত্তকণ 12	২৭ 13
২৮ 14	স্বাধীনতা দিবস শুভ বিবাহ 15	৩০ শুভ বিবাহ 16	৩১ সত্যনারায়ণ পূজা 17			

১৪২৯ ভাদ্র 2022 AUG-SEP

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUE	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
				১ 18	কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী 19	অতিরিক্ত বিবাহ ৩ 20
৪ 21	৫ 22	একাদশী 23	৭ 24	৮ 25	৯ 26	অমাবস্যা 27
১১ 28	১২ অন্নপ্রাশন সাবত্তকণ 29	১৩ 30	গণেশ পূজা অতিরিক্ত বিবাহ 31	অন্নপ্রাশন সাবত্তকণ ১৫ অতিরিক্ত বিবাহ SEP 01	১৬ 02	১৭ 03
রাধাষ্টমী সাবত্তকণ 04	১৯ 05	একাদশী 06	২১ 07	২২ অন্নপ্রাশন সাবত্তকণ 08	২৩ 09	পূর্ণিমা 10
২৫ 11	২৬ 12	২৭ 13	২৮ 14	২৯ 15	৩০ 16	বিশ্বকর্মা পূজা সত্যনারায়ণ পূজা 17





১৪২৯ আশ্বিন 2022 SEP-OCT

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUB	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
২৯ 16	৩০ 17	৩১ সত্যনারায়ণ পূজা 18				
১ 18	২ 19	৩ 20	একাদশী 21	৫ 22	৬ 23	৭ 24
অমাবস্যা মহালয়া 25	নবরাত্রি শুরু দিশারত্ন বিদ্যাসাগর জন্মদিন সাবত্তকণ 26	অতিরিক্ত বিবাহ ১০ 27	১১ 28	১২ 29	অতিরিক্ত বিবাহ ১৩ অন্নপ্রাশন 30	দুর্গা পূজা ষষ্ঠী OCT 01
দুর্গা পূজা সপ্তমী 02	দুর্গা পূজা অষ্টমী 03	দুর্গা পূজা নবমী 04	দুর্গা পূজা বিজয়া দশমী 05	একাদশী সাবত্তকণ 06	২০ 07	২১ 08
পূর্ণিমা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা 09	অতিরিক্ত বিবাহ ২৩ 10	২৪ 11	২৫ 12	২৬ 13	অতিরিক্ত বিবাহ ২৭ 14	২৮ 15



১৪২৯ কার্ত্তিক 2022 OCT-NOV

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUE	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
			১ 19	২ 20	একাদশী 21	অতিরিক্ত বিবাহ ধনতেরস 22
৫ 23	কালী পুজা 24	অমাবস্যা নীপাবলি 25	গোবর্ধন পুজা সাধভক্ষণ 26	অতিরিক্ত বিবাহ ভাইফোঁটা অন্নপ্রাশন 27	১০ অন্নপ্রাশন 28	অতিরিক্ত বিবাহ ১১ 29
সাধভক্ষণ ছট পুজা 30	১৩ 31	১৪ NOV 01	জগদ্ধাত্রী পুজা 02	১৬ অন্নপ্রাশন সাধভক্ষণ 03	একাদশী 04	১৮ 05
১৯ অন্নপ্রাশন সাধভক্ষণ 06	শ্রীকৃষ্ণ রাসযাত্রা 07	পূর্ণিমা গুরুনানক জয়ন্তী 08	২২ 09	২৩ 10	২৪ 11	২৫ 12
২৬ 13	২৭ 14	২৮ 15	২৯ 16	সত্যনারায়ণ পুজা কার্তিক পুজা 17		



১৪২৯ অগ্রহায়ণ 2022 NOV-DEC

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUE	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
					১ 18	২ শুভ বিবাহ 19
শুভ বিবাহ একাদশী ইতুপুজা 20	৪ শুভ বিবাহ 21	৫ 22	অমাবস্যা 23	৭ 24	অন্নপ্রাশন ৮ সাধভক্ষণ শুভ বিবাহ 25	৯ 26
শুভ বিবাহ ১০ ইতুপুজা 27	বিবাহ পঞ্চমী অন্নপ্রাশন 28	১২ 29	সাধভক্ষণ ১৩ 30	সাধভক্ষণ ১৪ DEC 01	১৫ অন্নপ্রাশন 02	গীতা জয়ন্তী 03
সাধভক্ষণ শুভ বিবাহ একাদশী ইতুপুজা 04	১৮ 05	১৯ 06	২০ 07	সাধভক্ষণ শুভ বিবাহ পূর্ণিমা 08	২২ 09	২৩ 10
২৪ ইতুপুজা 11	২৫ 12	২৬ 13	২৭ 14	সারদা দেবী জন্মতিথি শুভ বিবাহ 15	সত্যনারায়ণ পুজা ২৯ ইতুপুজা সমাপন 16	



১৪২৯ পৌষ 2022-23 DEC-JAN

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUE	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
সত্যনারায়ণ পুজা পৌষ পার্বণ মকর সক্রান্তি 15						১ 17
২ 18	একাদশী 19	৪ 20	৫ 21	৬ 22	অমাবস্যা 23	৮ 24
বড়দিন 25	১০ 26	১১ 27	সাধভক্ষণ ১২ 28	গুরু গোবিন্দ সিং জয়ন্তী 29	১৪ 30	১৫ 31
NEW YEAR ইংরাজি নববর্ষ অন্নপ্রাশন JAN 01	একাদশী 02	১৮ 03	১৯ অন্নপ্রাশন সাধভক্ষণ 04	২০ 05	পূর্ণিমা 06	২২ 07
২৩ 08	২৪ 09	২৫ 10	২৬ 11	বিবেকানন্দ জয়ন্তী 12	২৮ 13	লোহরি 14



১৪২৯ মাঘ 2023 JAN-FEB

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUE	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
	১ 16	২ শুভ বিবাহ 17	একাদশী 18	৪ 19	রটন্তী কালী পূজা 20	অমাবস্যা 21
৭ সাধভক্ষণ 22	নেতাজি জয়ন্তী অন্নপ্রাশন সাধভক্ষণ 23	৯ 24	মাইকেল মধুসূদন দত্ত জয়ন্তী 25	উপনয়ন • উপনয়ন সরস্বতী পূজা প্রজাতন্ত্র দিবস শুভ বিবাহ 26	১২ শুভ বিবাহ সাধভক্ষণ 27	১৩ 28
১৪ 29	১৫ 30	১৬ 31	একাদশী FEB 01	১৮ 02	১৯ অন্নপ্রাশন সাধভক্ষণ 03	২০ 04
পূর্ণিমা রবিদাস জয়ন্তী সাধভক্ষণ 05	২২ 06	২৩ 07	২৪ 08	২৫ 09	২৬ 10	২৭ 11
২৮ 12	২৯ সত্যনারায়ণ পূজা 13					



১৪২৯ ফাল্গুন 2023 FEB-MAR

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUE	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
		১ 14	২ 15	একাদশী 16	৪ 17	মহা শিবরাত্রি 18
৬ 19	অমাবস্যা সাধভক্ষণ 20	মাতৃভাষা দিবস 21	উপনয়ন শ্রী রামকৃষ্ণ জয়ন্তী অন্নপ্রাশন 22	১০ উপনয়ন 23	১১ 24	১২ 25
১৩ 26	১৪ 27	১৫ 28	উপনয়ন ১৬ অন্নপ্রাশন MAR 01	১৭ উপনয়ন 02	একাদশী সাধভক্ষণ 03	১৯ 04
২০ 05	২১ 06	পূর্ণিমা দোলযাত্রা 07	HAPPY HOLI হোলি উৎসব 08	২৪ শুভ বিবাহ 09	ধ্রুবপতি নিবারী জয়ন্তী 10	২৬ 11
২৭ 12	২৮ 13	২৯ 14	৩০ সত্যনারায়ণ পূজা 15			



১৪২৯ চৈত্র 2023 MAR-APR

রবিবার SUNDAY	সোমবার MON	মঙ্গলবার TUE	বুধবার WED	বৃহঃবার THU	শুক্রবার FRI	শনিবার SAT
				১ 16	২ 17	একাদশী 18
৪ 19	৫ 20	অমাবস্যা 21	গৌরী পূজা 22	শহীদ দিবস অন্নপ্রাশন সাধভক্ষণ 23	৯ 24	১০ 25
১১ অন্নপ্রাশন 26	১২ সাধভক্ষণ 27	বাসন্তী পূজা 28	অন্নপূর্ণা পূজা 29	রাম নবমী 30	১৬ সাধভক্ষণ অন্নপ্রাশন 31	একাদশী BANK HOLIDAY APR 01
১৮ 02	১৯ অন্নপ্রাশন 03	মহাবীর জয়ন্তী 04	২১ 05	পূর্ণিমা হনুমান জয়ন্তী সাধভক্ষণ 06	গুড ফ্রাইডে 07	২৪ 08
২৫ 09	২৬ 10	২৭ 11	২৮ 11	২৯ 13	চড়ক পূজা সত্যনারায়ণ পূজা 14	



Late Prabhat Kumar Dinda
1905 – 1925



Late Biswambhar Dinda
Founder of the College
1873-1973



Prof. Nepal Chandra Roy
Founder Principle of the College
(Period of Service : 19.07.1926 - 13.12.1957)



সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে
১৯২৬
প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর